রুদ্রবীণা

স্বদেশী গান ও কবিতা

সাধনা বসু
ও
প্রতিমা বসু

দি বুক হাউস
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

উৎসর্গ

—বন্দে মাতরম্—

জননী জন্মভূমির বীরসন্তান,
উপেক্ষিতা নির্য্যাতিতা শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার
একনিষ্ঠ সেবক ও সেবিকা—
যাঁরা স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে সর্ব্বস্ব পণ ক'রে
চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে
নিরন্তর দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত—
দীর্ঘদিনের দাসত্বদৈন্যের দুর্বিষহ গ্লানি ও কলঙ্ক মোচনের
দুশ্চর ব্রতসাধনায় আত্মোৎসর্গ ক'রে
কণ্টকিত সুদুর্গম পথযাত্রায়
যাঁরা স্বেচ্ছায় সানন্দে
অপরিসীম দুঃখ ক্লেশ ও লাঞ্ছনা বরণ ক'রে নিয়েছেন—
অকুণ্ঠ অকাতর অকুতোভয়তায়
কারাবরণ করেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন,—
আজ ভারতের জাতীয় জীবনের নবযুগসন্ধিক্ষণে
তাঁদের সকলেরই পুণ্যনাম
শ্রদ্ধানত কৃতজ্ঞচিত্তে সগৌরবে স্মরণ করি,
আর
তাঁদেরই উদ্দেশে
এই সযত্ন-সঞ্চিত গীতি-অর্ঘ্য অর্পণ ক'রে
গঙ্গাজলেই গঙ্গাতর্পণ করি।

—জয় হিন্দ—

নিবেদন

আমাদের বাংলাদেশ গান ও কবিতার দেশ। এ দেশে যখন যে নূতন ভাবের বন্যা এসেছে, কবির রচনায় ও গায়কের কণ্ঠে তার বাণীরূপ ছন্দে ও সুরে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে প্রবীণ ও নবীন, প্রখ্যাত ও অখ্যাত বহু কবির রচিত অসংখ্য কবিতা ও গান। সেই দুর্লভ কবিকীর্ত্তিগুলি আমাদের অভিশপ্ত নিপীড়িত জাতীয়-জীবনের অন্তর্গূঢ় দুঃখ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার গীতিময় ইতিহাস, দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারেও এগুলি অমূল্য সম্পদ। এইজন্য এই দুর্ম্মূল্য রচনাগুলির সংগ্রহ, সঞ্চয় ও প্রচারের প্রয়োজন অনুভব ক'রে এই গীতি-সঙ্কলন প্রকাশ করছি। কিন্তু বিগত অগ্নিযুগের বিখ্যাত গানগুলির সংগ্রহকার্য্য আমাদের দ্বারা কোনো-মতেই সম্ভব হত না, যদি আমাদের পিতৃদেব শ্রীযুক্ত অটলবিহারী বসু বহুদিনের চেষ্টায় নানাস্থানে ও নানালোকের মুখে শুনে ও সংগ্রহ ক'রে নিজের খাতায় না লিখে রাখতেন। তাঁর সেই গীতিসংগ্রহ থেকেই আমাদের দেশাত্মবোধের প্রথম দীক্ষা, দেশের সেবায় প্রেরণাও পেয়েছি তাঁরই কাছে। সেই প্রেরণাকে নিরন্তর উৎসাহ-উপদেশ-উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত রেখেছেন 'আনন্দমেলা'র মৌভাণ্ডারী আমাদের প্রিয়বন্ধু 'মৌমাছি'—এ বিষয়ে তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। আর এই গ্রন্থের পরিকল্পনায় ও প্রকাশে যাঁর কাছে ঐকান্তিক উৎসাহ ও অকপট সাধুবাদ পেয়েছি তিনি আমাদের চিরশুভার্থী পিতৃবন্ধু প্রিয়কবি কৃষ্ণদয়াল বসু—তাঁর সস্নেহ আনুকূল্য আমাদের পক্ষে এতই সুলভ যে, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সে স্নেহের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করব না।

যে সকল গান ও কবিতার লেখক-লেখিকা, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী আমাদের এই রচনাগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই; আর নানা কারণে যাঁদের অনুমতি গ্রহণের সুযোগ পাইনি, আশা করি তাঁরা আমাদের সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। গ্রন্থসঙ্কলনে এই আমাদের প্রথম প্রয়াস, সুতরাং এর অনিবার্য্য ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে পাঠকসমাজের কাছেও সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থে প্রকাশিত গান ও কবিতাগুলি যদি মাতৃপূজার বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সুকণ্ঠ গায়ক ও আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে ছন্দে-সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে স্বদেশবাসীর কাছে যোগ্য সমাদর লাভ করে, তবেই আমাদের আশা ও প্রার্থনা পূর্ণ হবে, পরিশ্রম সার্থক হবে। ইতি—

কলিকাতা বিনীতা

১৩৫২ সাধনা বসু ও প্রতিমা বসু

—দ্বিতীয় সংস্করণ—

রুদ্রবীণার প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। বইখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার নিকট যেরূপ সমাদর লাভ করেছে এবং বিভিন্ন বিখ্যাত সাময়িক পত্রে যেভাবে অভিনন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছে তাতে মনে হয় আমাদের এ বই প্রকাশ করার উদ্দেশ্য আশাতীতরূপে সার্থক হয়েছে। দেশাত্মবোধক ও দেশপ্রেমমূলক যে সকল গান ও কবিতা দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন ক'রে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়ে ছিল, সেগুলির সম্বন্ধে দেশবাসীর এই নবজাগ্রত চেতনার পরিচয় পেয়ে আমরা কৃতার্থ হয়েছি। বহু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলবার জন্যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে বহু মূল্যবান্ উপদেশ দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন, তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁদের সেই সব উপদেশ ও নির্দ্দেশ সবিনয়ে মেনে নিয়ে বর্ত্তমান সংস্করণে বইখানির অনেক অদলবদল করা হ'ল। অল্প কয়েকটি গান যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাদ দিতে হ'ল, তেমনি আবার অনেকগুলি নূতন গান যোগ ক'রে সে অভাব পূর্ণ করা হ'ল। এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ গুণগ্রাহী দেশবাসীর অধিকতর তুষ্টিবিধান করতে পারবে ব'লেই আশা করি; এবং প্রার্থনা করি, পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বহু বেদনাময় স্মৃতি সগৌরবে বহন ক'রে এই গীতিসঙ্কলন আজ স্বাধীন ভারতের নবারুণোদয়কে অভিবাদন করুক।

কলিকাতা সা. ব. ও প্র. ব.

হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে,
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

—রবীন্দ্রনাথ

নির্জ্জীব জীবগণে মহাশক্তি-সঞ্চারণে
জাগাও ভারতভূমে মহা-জাগরণ।
ধর্ম্মহীন মৃতপ্রাণ, (হয়ে) ধর্ম্মবলে বলীয়ান্,
ভারতসন্তানগণ মাতাবে ভুবন ॥

—অরুণাচল-সঙ্গীত

রুদ্রবীণা

১

বন্দে মাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্ ।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকলনিনাদ-করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্ত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে !
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদলবারিণীং মাতরম্ ।
তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে ।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী.
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাম্ ।

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

—বঙ্কিমচন্দ্র

২

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীষ্টানী,
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সঙ্কট-দুঃখ-ত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে,
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ-দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব-উদয়গিরি-ভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে,
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

—রবীন্দ্রনাথ

৩

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার, মিলি সবার সাথে।

প্রেরণ কর', ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

বিঘ্ন-বিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্যবাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে,
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধন-দীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল, টুটিল তিমির-রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব, হৃত-আসন, নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তার মোচন কর', নর-সমাজ-মাঝে
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

জনগণ-পথ তব জয়রথ-চক্র-মুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।

কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী কর' দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর-মাঝে,
বর্জ্জিল ভয়, অর্জ্জিল জয়, সার্থক হ'ল কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনি-পাতে।
ছায়াভয়-চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

৪

অতীত-গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি
হিন্দুস্থান!
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি
হিন্দুস্থান!
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত
সেই নামগান!
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, নেপাল,
পঞ্জাব, রাজপুতান্।
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!

(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান !
নমো হিন্দুস্থান !

ভেদ-রিপু-বিনাশিনী মম বাণি ! গাহ আজি
ঐক্যগান !
মহাবল-বিধায়িনী মম বাণি ! গাহ আজি
ঐক্যগান !
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, সখ্যে, লক্ষ্যে,
কায়-মনঃ-প্রাণ !
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, নেপাল,
পঞ্জাব, রাজপুতান্ !
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান !
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান !
নমো হিন্দুস্থান !

সকল-জন-উৎসাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি
নূতন তান !
মহাজাতি-সংগঠনী মম বাণি ! গাহ আজি
নূতন তান !
উঠাও কর্ম্ম-নিশান ! ধর্ম্ম-বিষাণ বাজাও
চেতায়ে প্রাণ !
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাঠ, গুর্জ্জর, নেপাল,
পঞ্জাব, রাজপুতান্ !

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

—সরলা দেবী

৫

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
বর-পুত্রের তপ-অর্জ্জিত-গৌরব-মণি-মালিনি!
কোটি-সন্তান-আঁখি-তর্পণ হৃদি-আনন্দ-কারিণি!
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!

যুগ-যুগান্ত-তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী,
হাস মা কমল-বরণি!

এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি, শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনি!
আবার তোমায় দেখিব জননি সুখে দশ-দিক্-পালিনী।
অপমান-ক্ষত জুড়াইব মাতঃ, খর্পর-করবালিনি!
শৌর্য্য-বীর্য্য-শালিনি!

—সরলা দেবী

৬

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়!

(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয় মাতৃভূমির জয় !

(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয় !

পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয় !

লক্ষমুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময় !

সুখ-স্বস্তি-স্বাস্থ্য-স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,

যত দিন মা, তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায় ;

কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায় ?

মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয় !

নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগানো সুর,

উঠ রাণী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;

অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,

উঠ মা গো, জাগো জাগো, ডাকে পুত্রচয় !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

৭

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মি, উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা !

দুঃখ-দৈন্য সব নাশি,' কর দূরিত ভারত-লজ্জা !

ছাড় গো ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা

পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে !

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,

সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;

কাঁদিছে তব চরণতলে

ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো ।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা ! দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে ।

তোমার অভয়পদস্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি' পাপপুঞ্জে, তপঃপুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে!
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।

—অতুলপ্রসাদ সেন

৮

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে
ধর্ম্মে মহান্ হ'বে, কর্ম্মে মহান্ হ'বে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে॥

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী—
এখনও অমৃত-বাহিনী।

প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব-কাহিনী ॥
(কোরাস্—বল, বল, বল সবে, ইত্যাদি)

বিদুষী মৈত্রেয়ী-খনা-লীলাবতী,
সতী-সাবিত্রী-সীতা-অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
—আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
—আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥
(কোরাস্—বল, বল, বল সবে, ইত্যাদি)

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
নানক, নিমাই, করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি' ধর্ম্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ,
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে ॥
(কোরাস্—বল, বল, বল সবে, ইত্যাদি)

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজ-কুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।

আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্য্য,
আসিবে আবার আসিবে ॥
(কোরাস্—বল, বল, বল সবে, ইত্যাদি)

এস হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এস অনার্য্য গিরিবনবাসী,
এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল হে মায়ের চরণে।
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল হে মায়ের চরণে ॥
(কোরাস্—বল, বল, বল সবে, ইত্যাদি)

—অতুলপ্রসাদ সেন

৯

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

সদ্যঃস্নান-সিক্তবসনা, চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে,
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিছে প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি,
চরণে তোমার কুঞ্জ-কানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি।
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ!
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১০

জাগে নবভারতের জনতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে,
এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,
আসে নবভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,
মুক্তির এক-তারে বাজে সেই বারতা
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,
আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,
ভূভারত-অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

তুমি স্তবধ্বনি শত দেবদেউলের,
শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,
মহাভারতের তুমি নব হিমালয়,
গঙ্গার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
নবযুগ-সাধিকার চিত্তের শঙ্খ এ কংগ্রেস,

শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
নবসুরে নবরঙে কোটি প্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

—'অভ্যুদয়' (কংগ্রেস সাহিত্য-সংঘ)

১১

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম-ভক্তি-ধর্ম্ম-শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদগীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
তাঁদের গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ

ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

ভারত আমার, ভারত আমার, সকল মহিমা হউক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ?
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাদের মহিমাময় এ অতীত, তাদের কখনো হবে না ধ্বংস।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১২

বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক বয়ান, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা তোর মলিন বেশ !
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ' !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ' !

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর।
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কি না মা গো তাঁদের জননী, তুই কি না মা গো তাঁদের দেশ
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন, তার কি না এই ছিন্নবেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাইকণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই না মা সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ!
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৩

ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন-ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
সেথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৪

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই—
দ'ল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল, শ্যামা—
ফিঙ্গে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরের মধুর গান ?
রামপ্রসাদের চণ্ডীদাসের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দ্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে ওঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ-পিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১৫

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে,
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দনকাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার,
ফল শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হ'তে সে যে মহা গরীয়ান্।

এ দেহ তোমার তারি মাটি হ'তে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে,
মাটি হ'য়ে পুন মিশিবে তাহাতে,
ভবলীলা যবে হবে অবসান।

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হ'তে হবে যে উত্থিত
ভাবী-কালে তব ভবিষ্য-সন্তান।

কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহ-শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত,
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ বিমোচন
হবে তার মাতৃঋণ-প্রতিদান।

—হরিদাস হালদার

১৬

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির,—নাহি ভয়!
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়!
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়!
জগজন মানিবে বিস্ময়!

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হ'তে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুন আসিবে সুদিন,
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!

ন্যায় বিরাজিত যাদের করে,
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে,
সত্যের নাহি পরাজয়!
সত্যের নাহি পরাজয়!

—অতুলপ্রসাদ সেন

১৭

অবনত ভারত চাহে তোমারে

এস সুদর্শনধারী মুরারি !

নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে,

কর দীক্ষিত ভারত-নরনারী।

মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ-নিনাদে

বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে,

সম্মান শৌর্য্যে, পৌরুষ বীর্য্যে,

কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি।

মুক্ত সমুন্নত পতাকাতলে,

মিলাও ভারত-সন্তান সকলে ;

নব আশে হিন্দুস্থান ধরুক নবীন তান।

এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে

নব বেশে ভীষণ অসিধারী

এস ভারত-পাপ-নাশকারী ॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

১৮

কে আছ মায়ের মুখ পানে চেয়ে,

এস কে কেঁদেছ নীরবে ;

মা'র মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে,

সে মুখ উজ্জ্বল করিবে।

নিজেরে ভাবিয়া অক্ষম দুর্ব্বল,
বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল ;
মাতৃকণ্ঠে যার বাজিছে শৃঙ্খল,
দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে।

জান না রে মূঢ়, জননী তোমার
পুরাকাল হ'তে কি শক্তি-আধার ;
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার
নয়নে বিজলী খেলিবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি, এখনো কি ভাই,
মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই ;
হিন্দু মুসলমান এস সবে যাই,
মা যে ঐ ডাকিছেন সবে।

কে আছ আজিও পরপদসেবী,
এস উঠে এস মার পুত্র সবই ;
বহে একই রক্ত ধমনী ভিতর,
একই মাতৃনামে উন্মত্ত হবে।

কে আছ বিপদে না করি দৃক্‌পাত,
মৃত্যু, নির্য্যাতন, দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে, মা'র মুখ চেয়ে,
এস কে সহিতে পারিবে

এস শীঘ্রগতি, বেলা বয়ে যায়,
এনেছে জাপান ঊষা এসিয়ায় ;

মধ্যাহ্ন-গরিমা নবীন ভারতে
আসিবে নিশ্চয় আসিবে।

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

১৯

শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননী! গাহিতে পারি না গান।
তাই মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ॥

সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বার বার,—
'সুখী কেবা ভবে মোদের সমান?'

বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর
প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান।

শোষণে শূন্য কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্ম্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা, অপরাধ তার,
হায় হায়, এ কি কঠোর বিধান!

না জানি জননি! কত দিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার,

উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ ?
—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

২০

আপনার মান রাখিতে জননি,
আপনি কৃপাণ ধর গো !
পরিহরি চারু কনকভূষণ
গৈরিক বসন পর গো !

আমরা তোদের কোটি কুসন্তান
গিয়েছি ভুলিয়ে আত্ম-অভিমান,
করে মা পিশাচে তোদের অপমান,
(তাও) নেহারি' নীরবে সহি গো !

তবু কি গো তোরা আমাদেরি পানে
রহিবি চাহিয়া করুণ নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে
আপনার লাজ হর গো !

এলাইয়ে দাও কুটিল কুন্তল,
জ্বাল মা হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোলে লুকায়ে গরল
মরণে বরণ কর গো !

ঐ শোন বাজে বিধাতার ভেরী,
বাঁধ কটিতটে সুশাণিত ছুরি,

দানবদলনী সাজ গো জননি,
কাঙ্গালিনী বেশ ছাড় গো !

তোদের তপ্ত শোণিত পরশে
দানব-দলিত ভারতবরষে
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার
আজিও সুখে ঘুমায়ে রয় !

শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার
নিখিল চমকি উঠুক আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে
কর মা ধৌত কর গো !

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

২১

বাজায়ো না আর মোহন বাঁশী।
আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ' পরাণে আসি ॥
বন্ধ কর সব কুসুমগন্ধ,
রুদ্ধ কর মলয় মন্দ,
স্তব্ধ কর যত ললিত সুছন্দ, প্রকাশি' অট্টহাসি ॥
জীবন-মায়া আজি কর হে ভিন্ন,
দয়া-বন্ধন কর হে ছিন্ন,
সমর-ভেরী নিনাদ করালে নাচাও শোণিতরাশি ॥
দলিত কর হে চরণতলে
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে,
ভীম অসি ধ'রে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি ॥

—বিপিনচন্দ্র পাল

২২

আর সহে না, সহে না, সহে না, জননি, এ যাতনা আর সহে না।
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন প'ড়ে থাকি প্রাণ চাহে না॥
তুমি মা অভয়া জননী যাহার,
কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানব-দলনী, ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা।
উর, মা, আজিকে সে রূপে পরাণে,
ডাকি মা কালিকে! ডাকি, মা, সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননি, নহিলে এ ভয় যাবে না॥
উর, মা, বাহুতে শকতিরূপিণি,
উর, মা, হৃদয়ে, ও রণ-রঙ্গিণি,
রিপুদল-মাঝে সন্তান ল'য়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা॥
প্রলয়-হুঙ্কারে হর-হৃদি হ'তে
উঠিয়ে দাঁড়া, মা, এ ভবের মাঝে,
শোণিত-তরঙ্গে মাতি রণরঙ্গে মাভৈঃ বাণী আজি শোনা মা।
নৃমুণ্ডমালিনী তুই মা কল্যাণী,
তুই শিবে শিব-মনোমোহিনী,
বিনে তোর কৃপা, বিনে তোর কৃপাণ, ভারত-বন্ধন ঘোচে না॥

—বিপিনচন্দ্র পাল

২৩

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত্ত নরনারী॥

আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড
দৈত্য-ত্রাসন ভীম প্রচণ্ড,
অসুর-বিনাশী উদ্যত অসি ধর ধর দানবারি ॥

ঐ বাজে তব আরতি-বোধন,
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন !

ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ,
বেদনা-বিহারী এস নারায়ণ !
রুদ্ধ কারার অন্ধ প্রাকার-বন্ধন অপসারি' ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

২৪

সাবধান ! সাবধান !!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্ত্তিমান্ ॥
ঐ শোন তার গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যুভীষণ কল্লোলে ।
হুঙ্কারে তার গভীর মন্দ্র কাঁপায় মেদিনী তারকা চন্দ্র,
বিদারি আকাশ স্তব্ধ বাতাস, শিহরি উঠিছে জগৎপ্রাণ

ভ্রূকুটি-কুটিল রক্তনেত্রে চিত্রভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীট গরিমা-দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য্য-মণ্ডলে,
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্তরক্ত করিতে পান ।
বল-দর্পিত চরণাঘাতে ত্রিভুবন ভীত কম্পমান ॥

বিশ্ব জুড়িয়া বিরাট দেহ, ভেবেছ বুঝি বা পলাইবে কেহ,
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ ॥

—মুকুন্দদাস

২৫

(১৩১৩ সালে পুলিশ কর্তৃক বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গের পর লিখিত)

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়—
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় (বন্দে মাতরম্ ব'লে)
রক্ত, বইছে শতধার, নাইকো শক্তি চলিবার,
এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না সহে অত্যাচার।
এত, পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির, তবু হাত তোলে না
কারো গায় ॥

আছে দিব্য চক্ষু যার, খোল ভবিষ্যতের দ্বার,
সময় হ'লে পশুবলের দেখ্‌বে প্রতিকার—
হবে, ম্যাঞ্চেষ্টারে অন্নকষ্ট, হাহাকার সার পেটের দায়।
শুনি, য়িহুদীদের দল, যখন ছিল হীনবল,
হেরড্ রাজা বালক বধে' গেল রসাতল,
হ'ল হত-শিশুর রক্তপাতে কংসের ধ্বংস মথুরায় ॥

ও ভাই, বলে বিশারদ, এ তো দুদিনের বিপদ,
হ'লে নিজের শক্তি স্বদেশভক্তি, আসিবে সম্পদ।
আছেন দর্পহারী মধুসূদন, দুর্ব্বলের বল শেষ দশায় ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

২৬

শ্মশান তো ভালবাসিস মা গো, তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথায় পেলি ?
দেখ্‌সে হেথা কি হয়েছে, ত্রিশকোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি।

ভূত পিশাচ তাল বেতাল নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি' ওটা ফেলি'।
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা, শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা, দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলি।

—অশ্বিনীকুমার দত্ত

২৭

শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ বাণী, মাভৈঃ মাভৈঃ,
আমি অভয় তো হ'য়ে গেছি, ভয় আর কৈ।
শোক বিষাদ দুঃখ দৈন্য, পাপ-তাপের যত সৈন্য,
কারেও না করি গণ্য, বৈকুণ্ঠেতে রই।
ও পদ থাকিলে বুকে, হাজার শত্রু আসুক রুখে,
ছাই পড়বে তাদের মুখে, হব জগজ্জয়ী।
বিপদ পাহাড়ের মত আসুক না আসবে কত,
ঐ পদে হবে হত, ব্রহ্মকবচ ঐ।

—মুকুন্দদাস

২৮

শকতিরূপিনী অয়ি জননি
আয় মা ভারত-শ্মশানে !
পরি' অরি-রুধিরে রঞ্জিত বস্ত্র,
ধরি' দশ করে দশ মহাস্ত্র,
আয় মা, আয় আয়, করিয়ে কম্পিত
চরাচর মেদিনী বিমানে।

চাহ মা সন্তান-শোণিত-রাশি,
নাশিতে ঘোর কলঙ্ক ;
হোক অভিনীত অধীন ভারতে
অতীব ভীষণ শেষ অঙ্ক।

দানব-দর্প কর মা চূর্ণ
রুদ্রানন্দে কর মা পূর্ণ
উঠুক বাজিয়া প্রলয়-রাগিণী
তোমার বিনাশ-বিষাণে

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

২৯

বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা !
আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহ গো কথা !
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী,
অশ্রুতে অ-শ্রুত শঙ্খধ্বনি !
পঙ্গু রুগ্ণ নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী কাঁদে দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৩৩

তুই যে রে ভাই সেই বাঙালী,
ধনপতির লক্ষপতির বংশ কেন আজ কাঙালী !
দিন থাক্‌তে দিন কিনে নে,
আপন পন্থা নে রে চিনে,
স্থানহারা মানহারা হ'য়ে থাক্‌বি কি রে চিরকালই !
শুধু মুখের কথায় তোদের
কি ঢেউ ওঠে ভারত-জুড়ে,
(আজো এই দুর্দ্দশার দিনে
নেপাল হ'তে ত্রিবাঙ্কুরে)
যদি কথায় কাজে জগৎ মাঝে ধন্য হবি শোনরে বলি-

প্রতাপের আহ্বানে তোরা
জেগেছিলি যেমন সবে,
(নিমায়ের প্রেম-আলিঙ্গনে
মিলেছিলি যেমন সবে)
ওরে তেম্নি আবার যা রে মিলে, জগৎ দেখুক নয়ন মেলি !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩১

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না !
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দেবার
এমন সুযোগ আর হবে না।
এখন দুদিন আগে, দুদিন পরে তফাৎ মাত্র এই,—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম বৃথা দিতে নেই ;—
ওরে ক্ষ্যাপা !
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন দে রে মায়ের তরে,
অমর জীবন পাবি রে ভাই, জগৎ-মায়ের ঘরে ;
কি দিয়েছিস লিখ্‌বে যখন পরকালের খাতা—
তখন তোরই দানে হবে উজলে বইয়ের প্রথম পাতা ;—
ওরে ক্ষ্যাপা !

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

৩২

কত কাল পরে বল ভারত রে !
দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে।

অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর-দাসখতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর দীপশিখা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে!

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

৩৩

মায়ের নাম নিয়ে ভাসান্থ তরী,
যে দিন ডুবে যাবে রে,
সে দিন রবি চন্দ্র গ্রহ তারা,
তারাও ডুবে যাবে রে—
(সেদিন) তারাও ডুবে যাবে রে।

নব ভাবের নবীন তরী,
মাকে করেছি কাণ্ডারী,
হোক্ না কেন তুফান ভারী,
আর কি তরী ডোবে রে—
(মোদের) আর কি তরী ডোবে রে॥

বহুদিন পরে আবার
মরা গাঙ্গে পেয়ে জোয়ার,

জোয়ারে ধরেছি পাড়ি,
আর কি পাড়ি ঠেকে রে—
(মোদের) আর কি পাড়ি ঠেকে রে।

মায়ের সন্তান ভনে
উজানেও ভয় করিনে,
মায়ের নামে বাদাম টেনে
উজান বেয়ে যাব রে—
(মোরা) উজান বেয়ে যাব রে ॥

—মুকুন্দদাস

৩৪

জাগো গো, জাগো জননি,
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেহ জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ তো সাড়া দিল না মা,
খুঁজে দেখলেম কত প্রাণ
কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না কাঁদালে প্রাণ
কাঁদিবে না কারো প্রাণ,
না কাঁদিলে সবার প্রাণ
পোহাবে কি রজনী ?

দয়াময়ী নাম ধরিস,
দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাক্‌লে মরে কি আজ
ত্রিশ কোটি ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই,
বাসনা মা দেখে যাই—
ভারতেরি ভাগ্যাকাশে
স্বাধীনতা-দিনমণি ॥

—মুকুন্দদাস

৩৫

ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর-রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমি দ্রিমি দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
মা ভৈঃ মা ভৈঃ ঐ শুন রে অভয়-বাণী,
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে কাঁপছে মেদিনী,
দানবদলনী হলো উন্মাদিনী
আর কি দানবকুল থাকিবে বঙ্গে।
এখনো কিরে ভাই পোহায়নি রজনী,
এখনো কিরে ভাই ঘুমঘোর ভাঙ্গেনি,
শুনিয়ে হুঙ্কার নাচে না ধমনী,
(ঐ দেখ) পড়িছে অশনি মায়েরি অঙ্গে

সাজরে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ
না হয় যাইবে প্রাণ,
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মোরে নিওরে সঙ্গে ॥

—মুকুন্দদাস

৩৬

সেথা, আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান্।

যেথা, যোগীশ্বর পুণ্য-পরশে
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে,
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

—রজনীকান্ত সেন

৩৭

ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুন উদিবে কবে পূরব ভালে?
হা রে বিধাতা! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে?

আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে!

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ;
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি ;
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী ;
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।

নানক, গৌরাঙ্গ, শাক্যের জাতি,
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী ;
ধর্ম্মের বেশে বিহরে অধর্ম্মী !
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্ম্মী ?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে ?

—অতুলপ্রসাদ সেন

৩৮

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুখিনী জনমভূমি—মা আমার! মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার! মা আমার!

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার ! মা আমার !

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যত দিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার ! মা আমার !

—কামিনী রায়

৩৯

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,

কৃষ্ণা-গোদাবরী-নর্ম্মদা-কাবেরী,—
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা :

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীরশিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি' যত বালা গাঁথি' জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

—কামিনী রায়

৪০

শ্মশানে কি নতুন করে লাগল সবুজ রঙ,
সঞ্জীবনী মন্ত্র সে কি 'বন্দে মাতরম্' ?
উড়েছিল খাক্ হয়ে যা, ফুলের শোভা ধরল কি তা,
মৃত্যুপুরে নতুন প্রাণের দেখছি নতুন ঢঙ।
'করব কিংবা মরব'-মন্ত্রে জাগল সারা দেশ,
মরা মায়ের অঙ্গে আজি মনোহরণ বেশ।
যারা অধীনতার ফাঁসে রুধেছিল জীবন-শ্বাসে
বিদায়-ঘণ্টা ওই তাহাদের বাজল যে ঢঙ ঢঙ।
শ্মশানে আজ নতুন করে লাগল সবুজ রঙ।

—সজনীকান্ত দাস

৪১

কেন মা তিমিরে কমলা !
অয়ি নিখিল-নয়ন-রূপিণী ভব-জলধি-জল-ভেলা ॥
অনন্ত জগত অনাদি জননী,
বেদ-বেদান্ত-ছন্দ-বিধায়িনী,
তব করুণা-বিন্দু অরুণ-ইন্দু তারকা-মালিকা উজলা ॥
আয় মা বিমল-জ্যোতি-বিভূষিতে,
সঞ্চার শকতি পতিত এ ভারতে,
গভীর ওঙ্কারে কাব্য-ঝঙ্কারে আবার উঠুক নাচি নদী তরলা !
নীল সাগরজল, উন্নত হিমাচল, সজল-জলদ-মেখলা !

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৪২

ওগো শ্যামা জননী !
তুমি জাগাইয়া তুল হৃদয়ে হৃদয়ে
তব অতীত-গৌরব-কাহিনী।
মরম বেদনা রেখ না লুকায়ে মরমে,
বিফল আঁখিজল ফেল না মুছিয়া সরমে,
তব অশ্রু নেহারি উঠুক শিহরি
মোদের সকল ধমনী।
কর্ম্মমত্ত বিপুল বিশ্ব শোন গরজে বাহিরে,
আর রেখ না মোদেরে অঞ্চলে ঢাকিয়া
জীর্ণ ভগ্ন কুটীরে,
তব মঙ্গল-কর-পরশে জাগাও সকলে হরষে,
কোটি কণ্ঠে উঠুক ফুটিয়া তব বন্দন-রাগিণী ॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৪৩

জাগো—ওগো কাঙ্গালিনী জননী ! তব কুটীর-দ্বারে আজি
মিলিত তব সন্তানগণ !
দেশ-দেশান্তর করি অনুসন্ধান—কুসুম-চন্দন—
এনেছি, জননি, পূজিতে তব চরণ !
তব মঙ্গল-মন্ত্রে হিন্দু-মুসলমান,
বিস্মৃত গর্ব্ব, ভেদ, অভিমান,
নব-আশা-পুলকিত প্রাণ ;
দেহি নব শিক্ষা—নব দীক্ষা, জননি ! মেলি মুদিত নয়ন !
কর আশীষ তুলি' পুণ্যপাণি—
শোনাও নন্দনে তব অভয়-বাণী,
শত বিষাদ দৈন্য সরম মানি'—পড়ুক সরিয়া,
দিকে দিকে তব বিজয়-শঙ্খ—উঠুক বাজিয়া বাজিয়া—
পুলক-উৎসবে হো'ক পরিপূরিত—তব দীন-ভবন !

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৪৪

সোনার স্বপন মোহে ভুলিও না, ভাই, সাধনা !
এযে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা,
আশ্বাস-ঢাকা ছলনা !
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ।
ওরা বুঝিল কি তব ধর্ম্মকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা ?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ,
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা ।

ওরা মোদের দৈন্যে করি' পরিহাস, কেড়ে নিতে চায়
মুখের গ্রাস ;
তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা ?
এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি,
পরের চরণ না করি' লেহন,
কর আপন মায়েরে ভক্তি ;
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নবীন বঙ্গে,
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র বিজয়-বাজনা !

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৪৫

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,'
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' বলে'।
আমার যায় যেন জীবন চলে' ॥

যখন মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে,
তখন সবই আমার হবে আঁধার,
স্থান দিও মা ঐ কোলে ।
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

আমার মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণ-তলে ।
যদি সইতে পারি মায়ের পীড়ন
মানুষ হবো কোন্ কালে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

লাল টুপি আর কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
আমি মায়ের সেবায় রইবো রত,
পাশব-বলে দিক্ জেলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

আমায় বেত মেরে কি 'মা' ভোলাবে,
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

আমি ধন্য হবো মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি,
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে ;
বল লাঞ্ছনার ভয় কার কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

বিশারদ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।

সে তো অধম হয়ে সইতে রাজী,
উত্তমে চাও মুখ তুলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে' ॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৪৬

আমি মরণ আজিকে বরণ করিব, শরণ তবু না চাই,
আমি নয়ন আজিকে দমন করেছি, অশ্রু তাহাতে নাই,
শত বেদনা আমার কামনা আজিকে,
লাঞ্ছনা সুখে বহিব,
শরণ কভু না মাগিব !

আজি মঙ্গল নহে সম্বল মোর, সহায় চাহি না দৈব,
বিপদ বরেছি সম্পদ ফেলি, অশনি মাথায় লইব,
বৃশ্চিক শত দংশনে রত
যন্ত্রণা তাহে নাই,
বজ্র ধরিতে চাই !

আজি বিশ্বে কারেও করিনাকো ভয়, ভয়েরে করেছি জয়,
শাসন বাঁধন কিছুই মানি না, ঝঞ্ঝা প্রলয় লয়,
শয়ন শিয়রে কৃপাণ ঝুলিয়ে
মরণ নিঃসংশয়,
কারেও করি না ভয় !

—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৪৭

ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্‌।
খাক্‌ মিট্টী জৌহর হোতী সব, জৌহর হ্যায় জঞ্জাল।
ঘর ছোড়্‌কে সব্‌ পরকো সেবে, ভাইকে দেৎ ভগাই,
সাগর্‌ পার্‌ সব্‌ ধন্‌ গয়া, আউর ঘর্‌মে লছ্‌মী নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়সা সোনা চান্দি শেষ্‌,
অব্‌ ইনামেল্‌ গিলটী শীসা, ঘর্‌ ঘর্‌মে প্রবেশ।
পাট্‌ রুই সব এহীসে জাকর্‌ জাহাজ্‌ ভর্‌কে আতে,
দেশ কে আদ্‌মী মুরখ্‌ বন্‌কর্‌ চান্দী দেকর্‌ লেতে।
গৌ শূয়র্‌কে লহুসে শোধিত চিনি খাওয়ে,
সফেদী দেখ্‌কর্‌ মন লল্‌চাতা, হাতমে মোক্ষ পাওয়ে।
গো-শালামে গাওয়েঁ কিৎনী, কিসীকো এ হুন সুঝে,
টীন ভরে জো দুধ বিলাতী, উস্‌কো মিঠা বুঝে।
দেশ্‌কে ধন্‌ সব্‌ চৌপট্‌ কর্‌কে, লেতে পরদেশিয়া,
এহাঁকে লোগ্‌ সব্‌ ফকির্‌ বন্‌ যায় ন পাওয়া রূপেয়া!
বানারসী আউর শাল্‌ দোশালা, রেশম পশম ছোড়ী,
ছীট পাট্‌ নক্‌লী মখ্‌মল, গোটা মোল্‌হী দেকর্‌ কৌড়ী।
গৌ শূয়রকী চর্‌বী দেকর্‌ জো বানাইল বাস্‌,
পেহনে ওহী ভারত্‌বাসী ধরম্‌ কর্‌কে নাশ্‌।
পুণ্যস্থান্‌ এই আর্য্যাবর্ত্তমে নেহি মিলে কোই চীজ্‌,
আদ্‌মী বাউরা মুরখ্‌ হোকে ছোড়্‌ দিয়া তজ্‌বীজ্‌॥
আঁখ্‌কে আগে সবই পড়া হ্যায় কোই ন পাওয়ে রুখা,
ঘরকী লছ্‌মী পর্‌কো দেকর্‌ সব্‌ কোই রহে ভূখা।
দীন বিশারদ গণই বিপদ্‌, ভলো দুঃখকে গীত্‌,
হো মতিমান্‌ দেশ্‌কে সন্তান্‌ করো স্বদেশহিত্‌॥

—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

৪৮

সে কোন্ পুণ্য-মিলনমন্ত্রে নবীন-তন্ত্রে লভিয়া দীক্ষা
দীর্ঘপথের তরুণ-যাত্রী করিনু মায়ের করুণা ভিক্ষা।
শীর্ষে লভিয়া চির-শুভাশিস্ বাহিরিনু সবে নবীন সঙ্গী
রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীর দুর্গম গিরি-সাগর লঙ্ঘি'॥
তরুণ-অরুণ-করুণ-কিরণে কেটে যাবে ওই তিমির-রাত্রি।
তরুণানন্দে তরণী বাহিয়া আয় তোরা সবে তরুণ-যাত্রী॥

কণ্টক-পথ-সঙ্কট-শত-সংশয়-হত চকিত চিত্ত
অশনি-ঝলকে চমকি' পুলকে তুলিবে পলকে প্রলয়-নৃত্য।
তন্দ্রিত পুরী মন্দ্রিত করি' ধ্বনিবে শঙ্খ, রণিবে তূর্য্য,
উর্দ্ধে ভাতিবে কীর্ত্তিপতাকা দীপ্ত নবীন-জীবন-সূর্য্য॥
তরুণ-অরুণ-করুণ-কিরণে কেটে যাবে ওই তিমির-রাত্রি।
তরুণানন্দে তরী বেয়ে তোরা আয় তীরে যত তরুণ-যাত্রী

শত লাঞ্ছনা, শত গঞ্জনা, শত বঞ্চনা বহিয়া নিত্য
মৃত্যুসিন্ধু মন্থন করি' আনিব আহরি' অমৃত-বিত্ত।
তুচ্ছ করিয়া তুফান ঝঞ্ঝা, তুচ্ছ করিয়া করকা-বৃষ্টি,
তুচ্ছ করিয়া শত ভ্রূভঙ্গ, সুধা-তরঙ্গ করিব সৃষ্টি॥
তরুণ-অরুণ-করুণ-কিরণে কেটে যাবে ওই তিমির-রাত্রি।
তরুণানন্দে তরণী বাহিয়া আয় তোরা সবে তীর্থ-যাত্রী॥

রুদ্ধবেদনা-মূর্চ্ছিত দেশে বিদ্রোহী-বেশে দাঁড়াব দৃপ্ত,
মুক্তবন্ধ সত্য-সমাজ গড়িব রে আজ বীর্য্য-দীপ্ত।
ললাটে রক্ততিলক-বহ্নি দেখাবে অলোক-আলোক-পন্থা,
অন্তরতলে আসিবে নামিয়া সুর-সুরধুনী অলকনন্দা॥

তরুণ-অরুণ-করুণ-কিরণে কেটে যাবে ওই তিমির-রাত্রি।
তরুণানন্দ-তরী বেয়ে ধীরে আয় তোরা যত তরুণ-যাত্রী ॥

মহামানবের মিলনমন্ত্রে মিলিবে আবার নিখিল-বিশ্ব,
হবে একাকার বৃহৎ-ক্ষুদ্র, বিপ্র-শূদ্র, ধনী ও নিঃস্ব।
চিরযৌবন-বরণমাল্য র'বে সবাকার কণ্ঠলগ্ন,
গীতি-গৌরবে প্রীতি-সৌরভে নিতি-উৎসবে র'ব নিমগ্ন ॥
তরুণ-অরুণ-করুণ-কিরণে কেটে যাবে ওই তিমির-রাত্রি।
চির-আনন্দ-মিলন-তীর্থে উতরিবে যত তীর্থযাত্রী ॥

—কৃষ্ণদয়াল বসু

৪৯

নবীন মন্ত্রে জীবন-যন্ত্রে উঠিছে বাজিয়া নূতন সুর,
কে রবে আজি মোহে মজি, উঠ উঠ ত্যজি ঘুমের ঘোর।
রহিও না আর শুধু আপনার তুচ্ছ স্বার্থ-স্বপন-লীন,
এ মহাসাধনা বিফল হবে না, লভিব সিদ্ধি এক দিন।

বুদ্ধ শুদ্ধ আত্মা আজি নবীন বোধনে উঠিল জাগি,
আজি চিত্ত সর্ব্বরিক্ত, মাগিছে ভিক্ষা দেশের লাগি।
সন্ন্যাসী গান্ধীর ওঙ্কার ধ্বনির ঝঙ্কার হবে না শূন্যে লীন,
এ মহাসাধনা বিফল হবে না, লভিব সিদ্ধি এক দিন।

নবীন শিক্ষা-দীক্ষার মন্ত্রে মাতিল মুমুক্ষু ভারতবর্ষ,
আজি মহাপ্রাণ মায়ের সন্তান স্থাপিল ত্যাগের কি মহাদর্শ!
একই সুরে নিকটে দূরে বাজিছে সবার হৃদয়-বীণ,
এ মহাসাধনা বিফল হবে না, লভিব সিদ্ধি এক দিন।

জাগিছে অধীরে কুটীরে কুটীরে পল্লীর পরাণ, মানব-সঙ্ঘ,
নবীন জীবন চেতনা-চঞ্চল পঞ্জাব মরাঠা মগধ বঙ্গ।
শুনেছে কৃষাণ মায়ের আহ্বান, শিল্পী মায়ের পূজায় লীন,
এ মহাসাধনা বিফল হবে না, লভিব সিদ্ধি এক দিন।

জননী ভগিনী সুত সোদর সহ নিরত দেশের কর্ম্মে,
কিবা উন্মাদনা, কি মহা-প্রেরণা জাগিছে আজি সবার মর্ম্মে।
চরকার যন্ত্রে মুক্তির মন্ত্র হইছে ধ্বনিত বিরামহীন,
এ মহাসাধনা বিফল হবে না, লভিব সিদ্ধি এক দিন।

—উপেন্দ্র রায়

৫০

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!
দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা
কিনে করলি ঘর বোঝাই।

আয় রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করব, ভাই !
পরের জিনিষ কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।

—রজনীকান্ত সেন

৫১

মাতৃমন্ত্র অন্তরে রাখি,
স্বদেশের ধূলি মস্তকে মাখি,
নব আনন্দে উজ্জ্বল আঁখি—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

পৃথ্বী মাঝারে উন্নত শিরে,
নিজ নির্ভরে দাঁড়াও হে ফিরে,
দাঁড়াও হে ফিরে মায়েরে ঘিরে—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

বঙ্গের যত নগরী পল্লী,
ফুলগন্ধিত বিটপী বল্লী
নব সঙ্গীতে উঠুক ধ্বনিয়া—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

গাহ শস্য-শ্যামল মাঠে,
গাহ গঞ্জে, বন্দরে, হাটে,
অন্দরে, পথে, নৌকায়, রথে—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

স্খলিত বচনে গাহ প্রবীণ,
জলদ-মন্দ্রে গাহ নবীন,
বীণানিন্দিত কণ্ঠে বালক—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

গাহ দুর্দিনে, গাহ পার্বণে,
জন্মে, মরণে, জপ তপ রণে,
দীক্ষামন্ত্র ঐক্যমন্ত্র—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

ত্রুটি অপরাধ থাক্ যদি থাকে,
ভয় কি, মা আজি আপনি ডাকে,
মাতৃসেবায় সব ত্রুটি যায়—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

হও বিপন্ন, হও অশরণ,
মাতৃমন্ত্র রাখিও স্মরণ,
অমর জগতে মাতৃসেবক—
গাহ "বন্দে মাতরম্"।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৫২

হাতেতে হাত মেলাও,
ভাই ভাই সারা দুনিয়াই আজ,
জোরসে পা চালাও।

পথ কি অনেক দূর
দুর্গম বন্ধুর ?
আলো নাই থাক্, ভয় নাই তবু
প্রাণের দীপ জ্বালাও ।
নূতন যুগের দ্বার
রোধে কে পাহারাদার ?
কার লোভ করে প্রভাত আড়াল ?
তফাৎ সরে দাঁড়াও ।
আকাশ ঘন ঘটায়
মিছেই ভয় দেখায়,
কিছু নাই যার কী হারাবে তার ?
কেবা হবে পিছপাও ?

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

৫৩

চল বীর, চল বীর, চল বীর !
উদয়ের পথে যেথা
শেষ হবে রজনীর ॥
জ্বালো আলো, ঘুচাও রাতের কালো,
আনো তব জাগরণে
জাগরণ পৃথিবীর ॥
ধনিকের বণিকের নিষ্ঠুর বন্ধন
ভেঙে ফেল, থেমে যাক্ মানুষের ক্রন্দন ;
আকাশে উড়ুক তব সাম্য-পতাকা নব,
স্বার্থের পরাজয়ে জয় হোক্ শান্তির ॥

—শৈলেন রায়

৫৪

জয় হবে হবে জয়
মানবের তরে মাটির পৃথিবী
দানবের তরে নয় ॥
জাগো চাষী-ভাই জাগোরে সবাই
হাতে হাত দিয়ে কাজ করে' যাই
তোমাদের হাতে ক্ষুধার অন্ন
তবে কেন মিছে ভয় ॥
যতদিন দেহে আছে প্রাণ
ততদিন সাথে আছে ভগবান
ভয় নাই ওরে ভয় নাই তোর
হবে নাকো পরাজয় ॥

—মোহিনী চৌধুরী

৫৫

জীবন নেওয়া নয় রে ব্রত,
জীবন দেওয়া পণ;
শত্রু জেনেও হাসিমুখে
দিই যে আলিঙ্গন।
সত্যাগ্রহ ধর্ম্ম মোদের,
মন্ত্র সে যে আত্মবোধের,
বিশ্বে কারেও ডরাইনেকো
অন্তর দুর্দ্দম।

অস্ত্র মোদের নাইকো হাতে
মাথায় অভয়-বর;

বিভেদ-প্রাচীর গুঁড়িয়ে ফেলে
গড়ি মিলন-ঘর।
আঁধার পথের আমরা শিখা,
নূতন যুগের অগ্নিলিখা—
মা'র দেউলে জ্বালিয়ে রাখি
প্রদীপ অনুক্ষণ।

—প্রভাত বসু

৫৬

এই শিকল-পরা ছল, মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

তোদের অন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল॥

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছো বিশ্ব গ্রাস
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো বিধির শক্তি হ্রাস!
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্ব্বনাশ,
এবার আনবো মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল॥

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছো শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্চনা
এযে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বল্‌বে দেশে আবার বজ্রানল ॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৫৭

শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরো এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে,
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথে চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস ॥
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন ? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই।
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দিবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ ॥
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

কাঁদিব না মোরা, যাও কারামাঝে যাও তবে বীর-সঙ্ঘ হে,
ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের ত্রিশকোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে !

মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
হিন্দু-মুস্লিম্ চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশকোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি॥

—নজরুল ইস্লাম

৫৮

তাহাদের রেখো স্মরণে—
যারা নিঃশেষে প্রাণ দিল হেসে,
অমর যাহারা মরণে।

এ মাটির প্রতি ধূলি-কণিকায়—
লিখে রেখে গেল শোণিত-লিখায়—
মুক্তির বাণী যারা;
হে ভারতবাসী, ভুলো না তাদের
অমৃত পুত্র তারা।
তাহাদের স্মৃতি মনে রেখো নিতি,
প্রণাম জানায়ো চরণে॥

তোমাদের লাগি' আপনি তাহারা
নিয়েছে দুঃখ-ব্রত—
হে ভারতবাসী, কৃতজ্ঞতায়
কর আজ মাথা নত।
জীবনে তাদের কর নাই দান
কোন ফুলমালা, কোন সম্মান,
মরণের পারে শান্তি তাদের
মাগিও অভয় স্মরণে॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ

৫৯

কে ওরা ভক্ত হৃদয়-রক্তে রাঙ্গিয়ে পথের ধূলি,
উড়ায়ে ঊর্দ্ধে মাতৃ-পতাকা সকল স্বার্থ ভুলি,
চলিয়াছে ধ্রুব-আলোক পানে দলিয়া অন্ধকার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীরদল, লহ লহ মম নমস্কার।

ললাট রক্ত-তিলক-ভূষিত, সকল অঙ্গ শোণিতময়,
সহি' পৃষ্ঠে শত কশাঘাত মুখে গাহিছে মায়েরি জয়,
সরম ভয় করেছে লয় ঘুচাতে চরণ-শৃঙ্খলভার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীরদল, লহ লহ মম নমস্কার।

জীর্ণ-প্রাচীর কারার দুয়ারে হানি সবলে কঠোর বাজ,
শুচি সততায় সব হীনতায় কাপুরুষতায় দিয়াছ লাজ,
বিধাতার দূত আনিবে ধরায় মন্দাকিনীর ধার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীরদল, লহ লহ মম নমস্কার।

রাষ্ট্র ধর্ম্ম সমাজে নব মুক্তিমন্ত্র করিতে দান
করেছ তুচ্ছ উচ্চ আশা শান্তি সুখ গৌরব মান,
তোমরা স্থির, শান্ত তোমরা, রুদ্র মূর্ত্তি ঝটিকার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীরদল, লহ লহ মম নমস্কার।

আজি বিশ্ব মুগ্ধনয়নে হেরিছে এ মহা-অভিযান,
জাগায়ে পুণ্যকীর্ত্তি-কাহিনী, মোহ-তিমির-মগন প্রাণ,
জাগ্রত নবযৌবন-জলতরঙ্গ রোধে সাধ্য কার,
মৃত্যু-বিজয়ী বীরদল, লহ লহ মম নমস্কার।

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৬০

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?—
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়,
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন অই শুন, ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ,—
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬১

চাই স্বাধীনতা, সাম্য চাই,
গাহ দিকে দিকে চারণদল,

পীড়িত দলিত বন্দী নর,
সবলে দু'হাতে ভাঙো শিকল।

মুক্তির কভু নাই মরণ,
কোটি-হিয়া-তলে তার আসন,
সাম্যের জয় চিরন্তন,
এই বিশ্বাসে রহ অটল।

শুভ্র পতাকা ফেলিয়া দাও,
ঊর্দ্ধে উড়াও লাল নিশান,
শান্তির কথা ভুলিয়া যাও,
প্রলয়-নাচন নাচে ঈশান।

মরণ-পথের পথিক বীর,
ভীরুরা থাকুক আঁকড়ি' তীর,
তুমি বিদ্রোহী, তুমি অধীর,
দিকে দিকে জ্বাল কাল-অনল।

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

৬২

নাহি ভয় নাই ভয়।
মৃত্যু-সাগর-মন্থন শেষ,
আসে মৃত্যুঞ্জয়॥

হত্যায় আসে হত্যা-নাশন,
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,
অন্ধ কারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ম্ময়॥

ব্যথিত-হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।

ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের বুকে শঙ্খ বাজায়!
নিখিলের হৃদি-রক্ত-আভায়
নবীন অভ্যুদয়॥

—নজরুল ইস্‌লাম

৬৩

কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ;
জীবন-রণে জীবন-দানে
সবারে কর হে আগুয়ান্।

হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ,
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ।

তরুণ তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ?
সুখের কোলে ভাবেতে গ'লে
কে রবে কে রবে শয়ান?

সাধিতে বীরের কাজ পর হে বীরের সাজ
করে ধর সাহস-কৃপাণ ;
জীবন-ব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

—অজ্ঞাত

৬৪

আয় আজি আয় মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর,
থাকিতে তন্ত্র সাধন-মন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

অসুর-নিধনে কিসের তরাস ? পশুর নিনাদে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ বরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে উর্ম্মি পরশি বিমান,
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন জলধিমগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

চরণের তলে দলি' রিপুগণ লভিত নির্ব্বাণে অমর জীবন,
তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মরিবি কে ?

লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব পুণ্য, আর্য্যের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
মাতি' সৌরভে যশোগৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৬৫

নয়ুই আগস্ট, তোমায় নমস্কার।
কাটল যেদিন ভারতজোড়া মনের অন্ধকার।
দগ্ধ বিয়াল্লিশের ভালে
নতুন আলো কে জ্বালালে,
শঙ্কাহরণ সোনার বরণ আলোক চমৎকার !
চমকে ওঠে মৃত্যুভীত জন,
পথে চলার কিই বা আয়োজন,
জীবন আছে, মায়ের পূজার সেই তো উপচার।
এক নিমিষে বুঝল সেদিন সবে
স্বাধীনতা ফিরে পেতেই হবে,
উঠল সর্ব্বনাশের হাওয়া, কাটল মনের ভার।
নয়ুই আগস্ট, তোমায় নমস্কার !

—সজনীকান্ত দাস

৬৬

জয়-যাত্রায় চল বীর
রণধীর, চল বীর নারী
চল চল মহাবীর।
খরতর সূর্য্য, ঘোরতর তূর্য্য বাজাল সুগম্ভীর।

বিপুলা পৃথ্বীর অঙ্গ, দলিতা যেন কি ভুজঙ্গ
উগরে গরলধার।
উছলে ঝলকে প্রলয়জ রঙ্গে
তরঙ্গ-ফেনিল নীল পারাবার।
উদ্দাম ভৈরব ডাকে ওই
দুর্দ্দম বৈশাখী হাঁকে ওই
দুর্লভ বৈভব আসে ওই
বন্ধন মুক্তির॥
যারা রণবেশে মরণের দেশে চলে গেল নাহি ভয়
দুর্গম মহামরণ-দুর্গ তাহারা করেছে জয়।
যদি বাঁচি গাব জীবনের জয়
মরি যদি হবে মরণ-বিজয়।
এস এস চলি অরিকুল দলি
গাহি জয় মুক্তির॥

—মহেন্দ্র গুপ্ত

৬৭

হমারা সোনাকি হিন্দুস্থান।
তুহু মেরা দিল্‌কা রোসেন—তু হমারা জান॥
চারু চন্দা তপন তারা উজল আসমান,
তেরি ছাতিপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পক্ষী গাওত গান,
শ্যাম ক্ষেতপর ডোলত কোইছা হাওয়াসে সোনেকি ধান॥
যমুনাকি তটপর কৈছন মনোহর শ্যামকি বংশীয়া তান,
যোহি শ্রওয়ন ফিরে যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজান

সারে ছুনিয়া যব ঘোর আঁধারমে তবহু তুহু সেয়ান,
দেশ দেশ পর জ্ঞানকি জ্যোতি মায়ি দিয়াহু তেরি জ্ঞেয়ান ॥
যুগযুগান্তর তেরি তপোবনপর কতহু ধরম বাখান,
বিমান কম্পই উঠাথা নিতিহু গম্ভীর ওঙ্কার তান ॥
লাখ লাখ বীর চিতা-ভসমসে ছাদিত তেরি বয়ান,
তেরি মাট্টীপর নিদ্ যাওয়ে মায়ি অগণিত কবি মহান্ ॥
রক্ষণ হেতু বেদ ধরম ধন ভকত সাধু জন মান,
যুগে যুগে তেরি কোড়সে জননী জনম লিয়া ভগবান ॥
অব তুহু ভারত লজ্জিত বিষাদিত বিহীন ধরম যশো মান,
সো হি দরশ কিয়ে দিনহুঁ রাতিয়া ঝুরত মেরি নয়ান ॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৬৮

মোর শ্রীকৃষ্ণের চরণ হইতে
ছুটিয়া হরষে,
ওই আসে এক অমৃত-বন্যা
ভারতবরষে ।

হের কোটি কোটি সগর-সন্তান
উঠিছে জাগিয়া,
দীনতা হীনতা ঘুচে গেছে আজ
অমিয়া লাগিয়া ।

ওগো বিশ্ববাসী, আসিতেছি মোরা,
ভয় নাহি আর,

জগতের মাঝে করিব মহান্
সত্যের প্রচার।

শান্তির সলিলে দিবরে ধুইয়া
রক্ত-রণস্থল,
প্রেম-মন্দাকিনী বহাব জগতে
পুলকে চঞ্চল।

সুপ্ত নারায়ণ জাগিছেন আজ
প্রতি হিয়া মাঝে,
লুপ্ত হয়ে যাবে ভেদ বিসম্বাদ
মানব-সমাজে।

—অরুণাচল মিশন

৬৯

জাগো বীর
বিশ্বের শুভ নব অভিষেকে—
উন্নত করি' শির।

জাগো নবীন অরুণ-রাগে,
জাগো জনগণ-পুরোভাগে,
জাগো অনলে অনিলে ভূধরে সলিলে
সত্যে রাখিয়া স্থির।

ছিঁড়ি' মিথ্যার বন্ধন-ডোর
ভেদি' দুঃখের রাত্রির ঘোর

ভীরুতার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে চল
চিত্তেরে রাখি' ধীর।

এস ঐক্যের গীত গাহি,
চল দুর্গম পথ বাহি
মুক্তভারত-তীর্থ-সলিলে শান্তিতে অবগাহি;
নিখিলের নব জাগরণে এস
আকাশে তুলিয়া শির।

—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

৭০

মা-ই দেশের রাজা, মা-ই দেশের রাণী,
আর কে রাজা, আর কে রাণী, তাতো নাহি জানি।
হলাম এবার রাজভক্ত, রাজার পূজায় দেব রক্ত,
আর কারে না, আর কারে না, আর কারে না মানি।
শিকল যতই আঁট্‌ছ কসে, হঠাৎ কবে যাবে খসে,
নড়বে পূতরক্তমাখা হৃত তক্তখানি।
অসি দিয়ে হৃদয়-জয়, তাও কি হয় তাও কি হয়,
উঠ্‌বো মোরা, উঠ্‌বো মোরা, বিধির আদেশ-বাণী॥

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

৭১

চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীরদর্পে পৌরুষ গর্ব্বে, সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশেরি কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য কে করে মোচন?
উঠ, জাগো সবে, বলো মা গো, তব পদে সঁপিনু পরাণ!

এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাওরে আন্‌তে নব নব জ্ঞান,
নবভাবে নবোৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান!
লোকরঞ্জন লোকগঞ্জন না করি' দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়, তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু-মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়া একতা-নিশান।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭২

চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌ রে ও ভাই
জীবন-আহবে চল্‌।
বাজ্‌বে সেথা রণভেরী
আস্‌বে প্রাণে বল।
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে,
লাগুক জীবন দেশের কাজে,
জীবন গেলে জীবন পাবে,
জনম সফল।

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী

৭৩

জাগো গো জগজ্জননি,
জাগো গো ভারত-জননি,
বন্ধনেতে আর কত কাল
রবে ঘুমে দিন যামিনী!

জীবের দশা মলিন দেখে
কাঁদিতেছে সব চারিদিকে,
করিতেছে প্রাণগৌর ধ্বনি ;
(আবার) অসুরের অত্যাচারে
জর্জরিত একেবারে,
রক্ষ মা গো দয়া করে
দিয়ে মৃত-সঞ্জীবনী ।

প্রেমশক্তি প্রেমভরে
মহাশক্তি অসি করে
আছে দাঁড়াইয়ে তব মুখ চেয়ে ;
(তাদের) অভয়বাণী শোনা গো মা,
বেজে উঠুক হৃদয়-বীণা,
(এবার) অসি-বাঁশী-সম্মিলনে
শীতল কর তাপিত প্রাণী ।

—অরুণাচল-সঙ্গীত

৭৪

সঘন তিমির প্রান্তর পারে
চল চল বীর,
চল দর্পিত পদে বিঘ্ন বিপদে
উন্নত রাখি শির
চল সাধক ধীর
উন্নত রাখি' শির,
চল চল বীর ॥

প্রলয় ঝঞ্ঝা তর্জ্জনে
গভীর ঘন গর্জ্জনে
করো না ভয়, করো না ভয়,
মরণ বরণ করি আনন্দে
মরণে কর হে জয়।
মুছাও মায়ের সন্তানগণ
মায়ের নয়ন-নীর।
চল সাধক ধীর
উন্নত রাখি' শির,
চল চল বীর॥

জলদ-ঊর্দ্ধে জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বশকতিমান
হের সহস্র করে অজস্র আশীষ করিছে দান,
মরণে রণে কি ভয় আর,
ঘুচিবে ঘুচিবে নিবিড় আঁধার,
ফুটিবে বিমল হাস্য আবার
অধরে জননীর।
চল সাধক ধীর,
উন্নত রাখি' শির,
চল চল বীর॥

—কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য

৭৫

ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই,
বাজিছে বিষাণ, উড়িছে নিশান, আয়রে সকলে ছুটিয়ে যাই,
আট কোটি প্রাণ, হ'রে আগুয়ান, জননী তোদের ডাকিছে ভাই

দেখ্‌রে দেখ্‌রে যায় রসাতল, জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল,
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতিকার, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।
নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ, ডাকিছেন সবে সাজ্‌রে সাজ্‌,
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান, "বন্দে মাতরম্" গাওরে ভাই।

—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৬

একবার জাগো জাগো জাগো,
যত ভারতসন্তান রে।
লোহিত বরণে পূরব গগনে
উদিত তরুণ তপন রে।
জাগিল চীন, জাগিল জাপান,
নবীন আলোকে রে,
কাল ঘুম-ঘোর ভাঙ্গিবে না তোর,
অলস ভারত রে!
ছিলে রাজরাণী বীরপ্রসবিনী,
প্রতাপ-জননী রে,
(আজি) পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা,
দীনা কাঙ্গালিনী সে!
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
সোনার ভারত রে,
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
তোমার কিছু নয় রে!

নবীন প্রভাতে, নবীন প্রাণে,
নবীন তপনে রে,
কোটি কণ্ঠস্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে,
বন্দে মাতরম্ রে !
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগ অবনী
হবে প্রতিধ্বনি রে !
শত বরষের অলস পরাণ
জাগিবে জাগিবে রে !

—রাইচরণ বিশ্বাস

৭৭

ওই শোন্, ওই শোন্, সকরুণ মায়ের আহ্বান ;
আয় ছুটে আয়, আছিস্ কোথায় অযুত সন্তান !
কে এখনো বসি' করে ছেলেখেলা,
অলসে বিলাসে কে কাটায় বেলা,
বিবাদে বিষাদে লাজে অবমানে কে বা ম্রিয়মাণ ?
ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !
জননীর দুখে কাঁদে না কি আজ কাহারো পরাণ ?
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
কে মায়ের মুখ করিবে উজ্জ্বল,
কে সাধিতে চাহে প্রাণপণ করি' মায়ের কল্যাণ !
ওই শোন্, ওই শোন্, মায়ের আহ্বান !

—রমণীমোহন ঘোষ

৭৮

জাগ পুরবাসী, দাও সাড়া দাও,
ছুটে এস মা'র পতাকা-তলে,

দুয়ারে যখন শত্রু তখন
তন্দ্রার ঘোরে কে রবে ঢ'লে ?
জন্মভূমির স্বাধীনতা-ধন
আসিয়াছে যারা করিতে হরণ,
সেই সে অরাতি করিব দলন—
এস এস আজ সদল-বলে।
ভৈরবী ভেরী ওই শুন বাজে,
কে আছিস্ ভুলে মিছে গৃহ-কাজে—
ধূলা-খেলা করা আজো কিরে সাজে ?
রণ-সাজে সাজি এস গো চ'লে।
মায়ের কণ্ঠে শৃঙ্খল-ভার
পরাতে কে চাস্ ভীরু দুরাচার—
ছেলে হ'য়ে তোরা গৌরব মা'র
ডুবাবি কি আজ অতল জলে ?
কৃপাণ পরশি কর সবে পণ—
প্রাণ দিয়া করি' মন্ত্র সাধন,
অমর কীর্ত্তি, নূতন জীবন
লভিবি কে আয় মরণ-ছলে।

—ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

৭৯

সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলেঁ হৈঁ ইসকী, ওহ বোস্তাঁ হমারা॥
গুরবতমেঁ হোঁ অগর হম, রহতা হৈ দিল ওয়তনমেঁ।
সমঝো ওহীঁ হমে ভী, দিল হো জহাঁ হমারা॥
পরবত ওহ সবসে উঁচা হমসায়া আসমাঁকা।
ওহ সন্তরী হমারা, ওহ পাসবাঁ হমারা॥

গোদীমেঁ খেলতী হৈঁ জিসকী হাজারোঁ নদিয়াঁ।
গুলশন হৈ জিসকে দমসে, রশ্‌কে জিনান্‌ হমারা॥
ঐ আব্‌ রোদে গঙ্গা! ওহ দিন হৈ য়াদ তুঝকো।
উতরা তেরে কিনারে জব কারওয়া হমারা॥
মজহব নহীঁ সিখাতা আপসমেঁ ওয়ৈর রখনা।
হিন্দী হৈঁ হম্‌, ওয়তন হৈ হিন্দোস্তাঁ হমারা॥
য়ুনান ওয় মিস্র রূমা সব মিট গয়ে জহাঁসে।
অব্‌ তক্‌ মগর হৈ বাকী নামো নিশাঁ হমারা॥
কুছ্‌ বাত হৈ কি হস্তী মিটতী নহী হমারী।
সদিয়োঁ রহা হৈ দুশ্‌মন্‌ দৌরে জমাঁ হমারা॥
'ইকবাল' কোঈ মুহরম্‌ অপনা নহীঁ জহাঁমেঁ।
মালুম ক্যা কিসীকো দর্দে নিহাঁ হমারা॥

—মুহম্মদ ইক্‌বাল

৮০

সবাকার সেরা দেশটি যে ভাই,
মোদের হিন্দুস্থান!
আমরা তাহার বুলবুল, সে যে
মোদের গুলিস্তান॥
আসুক দুঃখ-দৈন্য-ভার
তবু প্রিয় তার কুটির-দ্বার।
ধূলি-সনে তার জড়িত মোদের
এই দেহ এই প্রাণ॥
গগন-চুম্বী শীর্ষ যার
সবার উচ্চ সেই পাহাড়
শিয়রে তাহার প্রহরীর সম
সতত বিরাজমান॥

লীলা-চঞ্চল শত নদী
স্নেহবারি ঢালে নিরবধি
স্বরগ-কাম্য রম্য তাহার
সুশ্যাম গুল্‌শান ॥

সেদিন স্মরণে আছে কি তোমার
গঙ্গে সলিলময়ী !
তব কূলে যবে আসিল মোদের
কাফেলা দিগ্বিজয়ী।
ভা'য়ে ভা'য়ে যাহে ভেদ শিখায়
সত্যধর্ম্ম নহে সে হায় !
আমরা সবাই হিন্দুস্থানী
ভারতের সন্তান ॥
যুনানী মিস্‌রী রোমীয় সব
কোথায় তাদের সেই বিভব ?
ধরণীর বুকে আজিও আমরা
তেমনি বিদ্যমান ॥
পশ্চাতে শত যুগ ধরি'
ফিরিতেছে মহাকাল-অরি
নহেক লুপ্ত তবুও আজিও
মোদের নাম-নেশান।
ইক্‌বাল !   হায় তোর ব্যথায়
কাঁদিতে দরদী নাই ধরায়,
আপনার বুকে করিবি বহন
আপন ব্যথার দান ॥

অনুবাদক—মুহম্মদ সুলতান

৮১

বিজয়ী বিশ্ব তিরংগা প্যারা
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা।

সদা শক্তি বরসানেওয়ালা,
প্রেম-সুধা সরসানেওয়ালা,
বীরোঁকো হরযানেওয়ালা,
মাতৃভূমিকা তন মন সারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা।

স্বতন্ত্রতাকে ভীষণ রণমেঁ,
লখকর বঢ়ে জোশ ক্ষণ-ক্ষণ মেঁ,
কাঁপে শত্রু দেখ্‌কর্‌ মনমেঁ,
মিট জাওয়ে ভয় সংকট সারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা।

ইস ঝণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
লেঁ স্বরাজ্য য়হ অবিচল নিশ্চয়,
বোলো 'ভারত-মাতাকী জয়',
স্বতন্ত্রতা হী ধ্যেয় হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা

আও প্যারে বীরোঁ আও,
দেশ-ধর্ম্মপর বলি বলি জাও,
এক সাথ সব মিল করি গাও,
প্যারা ভারত দেশ হমারা।
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা

ইসকী শান ন জানে পাওয়ে,
চাহে জান ভলে হী জাওয়ে,
বিশ্ব-বিজয় করকে দিখলাওয়ে,
তব্ হোয়ে পণ পূর্ণ হমারা !
ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা ॥

—অজ্ঞাত

৮২

রাষ্ট্র-গগনকী দিব্য জ্যোতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমো নমো ।
ভারত-জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো ॥
করমেঁ লেকর ইসে শূরমা কোটি কোটি ভারত-সন্তান ।
হঁসতে হঁসতে মাতৃভূমিকে চরণোঁপর হোঙ্গে বলিদান ॥
হো ঘোষিত নির্ভীক বিশ্বমেঁ তরল তিরঙ্গা নওয়ল নিশান ।
বীর-হৃদয় খিল উঠে মার লে ভারতীয় ক্ষণমেঁ মৈদান ॥
হো নস নসমেঁ ব্যাপ্ত চরিত শূরমা শিবিকা নমো নমো ।
ভারত-জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো ॥

নবযুবকোঁ স্বাতন্ত্র্য-সমরমেঁ, নবজীবন সঞ্চার করো ।
শস্ত্র অহিংসাসে দলকর, দাসতা-দুর্গকো ক্ষার করো ॥
ক্রান্তি শান্তি যুগমেঁ হে বীরো জীবন-সুমন নিসার করো ।
উঁচে স্বরসে একসাথ জননীকী জয়জয়কার করো ॥
শক্তি দেখকর শত্রু-শিবিরমেঁ মচে সনাকা নমো নমো ।
ভারত-জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো ॥

উচ্চ হিমালয়কী চোটীপর জাকর ইসে উড়ায়েঙ্গে ।
বিশ্ববিজয়িনী রাষ্ট্রপতাকাকী গৌরব ফহরায়েঙ্গে ॥

সমরাঙ্গনমেঁ লাল লাড়লে লাখোঁ লাখোঁ বলি জায়েঙ্গে।
সবসে উঁচা রহে ন ইসকো নীচে কভী ঝুকায়েঙ্গে॥
গুঞ্জে স্বর সংসার-সিন্ধুমেঁ স্বতন্ত্রতাকী নমো নমো।
ভারত-জননীকে গৌরবকী অবিচল শাখা নমো নমো॥

—অজ্ঞাত

৮৩

মহা-ভারতের জাতীয় পতাকা
তুমি চির অক্ষয়,
এ মহাজাতির তুমি নমস্য
তুমি চির দুর্জ্জয়।
গগনবিদারী উঠে হুঙ্কার—
গাণ্ডীব ছাড়ে ঘন টঙ্কার,
শহীদের খুনে লাল হোলো মাটি
মুক্তির বিনিময়।

ভারতে বাধিয়া একতা-সূত্রে
করিয়াছ বলীয়ান,
সবার উপরে বসাতে তোমারে
দেছে প্রাণ বলিদান।
সত্য ও ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,
ভারতের তুমি কঠিন বর্ম্ম—
প্রণাম তোমায় ওহে ত্রিবর্ণ
জয় জয় তব জয়॥

—অজ্ঞাত

৮৪

ঊর্দ্ধে তুলিয়া বৈজয়ন্তী, উন্নত রাখি শির,
লাঞ্ছিত এই ভারতবর্ষে দাঁড়া রে বন্দী বীর !
সারা যুগ ধরি তুলিয়াছে ভরি মায়ের পূজার ডালি,
আপন অস্থি-সমিধে রেখেছে হোমের অনল জ্বালি,
প্রাণ বলি দিতে পূজার বেদীতে যারা সদা আগুয়ান,
ত্রিবর্ণ ধ্বজা তাদেরি গৌরব শহিদের সম্মান।
তাদেরি চরণ করিয়া স্মরণ ভরা বিপ্লব মাথে,
দুর্গম পথে ছুটে চলে আয় মুক্তি-নিশান হাতে।

আপনার গৃহ যদি কারাগার, স্বদেশ বন্দীশালা,
জীবন-শিখায় বন্দিনী মা'র আরতির দীপ জ্বালা।
দাঁড়া দেখি তোরা মানুষের মত অবনত মাথা তুলি,
পাপের ভারে যে বাসুকির ফণা গর্জ্জিয়া ওঠে দুলি !
নব জীবনের নবীন সৃষ্টি তারি কর আয়োজন।
প্রাণ দিতে পারি, দিব না নিশান, হোক জীবনের পণ ॥

—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

৮৫

বন্ধন-ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা,
আর কেহ নয়, জেনেছি, মোরাই মোদের পরিত্রাতা
'করিব অথবা মরিব'—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা—
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥

শুনিতেছ না কি শৃঙ্খল ওই ভাঙিতেছে খানখান,
মুক্তিকেতন উড়িছে আকাশে তারই বন্দনাগান,
'করিব অথবা মরিব'—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত-ভুবন,
লক্ষ প্রাণের বলিবেদীমূলে নূতন আসন পাতা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা ॥

—'অভ্যুদয়' (কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘ)

৮৬

গৃহে গৃহে আজি দীপমালা জ্বালো,
নিশান উড়াও,
হাঁক দিয়ে বলো—
"মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই!"
জয় গাহ আজি দেশমাতার!
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার!
জ্বালাও মুক্তি-কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও,
শির তুলে বলো—
"কাম্য মোদের স্বাধীনতাই!"
জোর করে বলো—
"আপোষ নাই! আপোষ নাই!
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই!"
মৃত্যু পণ! জীবন পণ!
হয় বিজয়, নয় মরণ!
দিগ্‌দিগন্তে ঝড়তুফানের

অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ,
বল্ মাভৈঃ ! বল্ মাভৈঃ !
হে সৈনিক, নিশান কই ?
হে সৈনিক, বিষাণ কই ?
বাজাও বিষাণ, কাড়ানাকাড় !
স্বাধীন নিশান তোলো আবার !
শঙ্খ গরজি উঠুক সঘনে,
কোটি কণ্ঠে উঠুক গান !
হে সৈনিক, তোলো নিশান !
হে সৈনিক, তোলো নিশান !

—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৮২

গান্ধী এনেছে মৈত্রী-প্লাবন, আত্মার মহাজয়,
দূরে গেছে আজ মৃত্যুর ভয়, লোকভয়, রাজভয়।
গুর্জ্জর হ'তে পাঞ্চজন্য তোলে আজি নির্ঘোষ,
সত্যাগ্রহ-বিষাণে বিগত আজি শত আফ্‌শোষ।
বিজিত দলিত পিষ্ট দেশের বক্ষে এ কোন্ প্রাণ
জাগিল শঙ্কাবিহীন, মূর্ত্ত আত্মার অভিমান।
অভিনব এই কৃষ্ণ মহান্ গীতা রচে রণ-মাঝে,
সমর-চাতুরী নাহি এর, বলে সব কথা অরি কাছে।
পদবিক্ষেপে ভারতের মাটী নড়িয়া কাঁপিয়া উঠে,
বাক্যকণায় কত শতকের নিদ্রা আপনি টুটে !
কাহার বাণীর অগ্নির শিখা ভারতে আগুন জ্বালে ?
উৎসুক চোখে জগৎ তাকায় কার পবিত্র ভালে ?

বাক্য কাহার ধ্বনিছে ছাপিয়া কামানের গর্জ্জন ?
হিংসাক্লিষ্ট জগৎ মানসে করে কারে অর্চ্চন ?
কৌপীনধারী কোন্ সে যোগীর পদতলে ধনী ছুটে ?
গর্ব্ববিহীন কাহার চরণ-নিম্নে গর্ব্বী লুটে ?
কাহার বিশাল উদার চিত্তে নাই কোন ভেদ নাই ?
দ্বিজ চণ্ডাল, ধনী নির্ধন মিলিয়াছে এক ঠাঁই ?
হিংসা চাতুরী মারণ দম্ভ অস্ত্রে জর্জ্জরিত,
জগতের চিত খুঁজিত যে-সুধা সুচির-আকাঙ্ক্ষিত,
সেই সুধা আজ ঝরে অবিরাম, সে সুধার নির্ঝর
গান্ধী দাঁড়ায়, জগৎ জুড়ায় পিপাসায় জর্জ্জর।
পেষণে শোষণে অপমানে দুখে আঁধারে অবজ্ঞায়
পোষিল সত্যধর্ম্ম ভারত যুগ-যুগ বেদনায়।
আজি সে সত্য হয়েছে মূর্ত্ত, অতীতের তপোবল
গুহা হ'তে আজ জাগিয়াছে যেন উদ্দাম উজ্জ্বল।
বিজিত ভারত, পিষ্ট ভারত, লাঞ্ছিত, ক্লেশনত,
বিজেতারে বলে—তোমার প্রতাপ-গর্ব্ব করিব গত।
মিথ্যা-দম্ভ, সমর-সজ্জা, অস্ত্রের কৌশল,
আত্মার বলে অস্ত্রে কামানে করি' দিব নিস্ফল :
পেয়েছি সত্য, পেয়েছি, ধর্ম্ম, প্রেমে মোর অভিযান,
দলনে এ দেহ করুক্ চূর্ণ, না লব অরির প্রাণ।
আহব এ নয়, প্রেমের যজ্ঞ, আত্মার আরাধন,
নব দীক্ষায় লভিবে মানব অভিনব জাগরণ।

—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

৮৮

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে—গাও উচ্চে রণজয়-গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্ম্মে—শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।

কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্না জননী জায়া ?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে—শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী ?
বিধর্ম্মি-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী ?
কোষ-নিবদ্ধ রবে তরবারি
যখন বিলাঞ্ছিত ভারতনারী !
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠে, শত্রুকরে কভু হব না বন্দী।
ডরি না থাকে যাই অদৃষ্টে—অধর্ম্ম সঙ্গে করিব না সন্ধি।
রব না রব না শত্রুর ভৃত্য,
সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, শত্রুসৈন্যদল করিব বিভিন্ন।
পুণ্য সনাতন আর্য্যাবর্ত্তে রাখিব না কভু রিপুপদচিহ্ন।
বিধর্ম্মি-রক্তে করিব স্নান
করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে, শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে !
চল সমরে—দিব জীবন ঢালি'—জয় মা ভারত, জয় মা কালী !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৮৭

শুভ সুখ চৈন কী বর্থা বরষে, ভারত-ভাগ হৈ জাগা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালা নীলা যমুনা গঙ্গ
তেরে নিত্ গুণ গায়ে
তুঝ-সে জীবন পায়ে
সব তন্ পায়ে আশা।
সূরয্ বন্‌কর্ জগ্‌পর চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো জয় হো জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো॥

সব্‌কে দিল্‌মে প্রীত্ বসায়ে তেরি মিঠি বাণী
হর সুবে-কে রহনেওয়ালে, হর মজ্‌হব্-কে প্রাণী
সব ভেদ-ও-ফরক মিটাকে
সব গোদমেঁ তেরী আগে
গুঁন্‌থে প্রেমকি মালা।
সূরয্ বন্‌কর্ জগ্‌পর চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো জয় হো জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো॥

সুবাহ্ সবেরে পঙ্খ্-পখেরা তেরে-হি গুণ গায়ে
বাস-ভরী ভরপুর বায়ে জীবন-মে ঋত লায়ে
সব মিল্ কর হিন্দ পুকারে,
"জয় আজাদ-হিন্দ কে নারে,
প্যারা দেশ হমারা।"

স্থরথ্ বন্‌কর্ জগ‌্‌পর চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা।
জয় হো জয় হো জয় হো
জয় জয় জয় জয় হো
ভারত নাম সুভাগা ॥

—অজ্ঞাত

৯০

বাজ্ রে শিঙ্গা! বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,—
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!
আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,—
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার!
হীনবীর্য্য সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার!

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে
দিক্ অন্ধকার করি' তেজোধূমে,
রণরঙ্গমত্ত পূর্ব্ব পিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিল রণ,
করেছিল জয় পঞ্চনদগণ,—
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?
আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিল তারা জয়-ডঙ্কা তুলে,
যমুনা-কাবেরী-নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়-তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,—
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়-পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ!
তবু ভিন্ন জাতি শত্রু-পদতলে
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?

সকলি তো আছে, সে সাহস কই ?
সে গভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গে সে উন্নতি কই ?
ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা !
হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি !
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি—
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,—
হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ, এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ-আরাধনা,
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,—
তূণীর-কৃপাণে কর্‌রে পূজা !
ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ !
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার

হবে না, হবে না, খোল্ তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

বাজ্ রে শিঙ্গা! বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,—
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৯১

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীকে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌমকী,
তো কৌম পর লুটায়ে জা॥
তুঁ শেরে হিন্দ আগে বঢ়,
মরণসে ফির ভী তুঁ ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে সর,
জোশে বতন বঢ়ায়ে জা॥
তেরী হিম্মত বড়তী রহে,
খুদা তেরী স্থনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকমে মিলায়ে জা॥

চলো দিল্লী পুকার্‌কে,
কৌমী নিশান সম্‌হাল্‌কে।
লাল কিল্লে পর্ গাড়্‌কে,
লহরায়ে জা, লহরায়ে জা॥

—আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রণসঙ্গীত

৯২

মুক্তি-পূজারী আমরাই অভিযাত্রী—
দুঃখের পথে মৃত্যুর পথে
হেসে চলি দিন রাত্রি।
জ্বালাই কেবল জীবনে জীবনে অগ্নি
পৃথিবীতে আসি প্রাণ দিতে শুধু লগ্নি
সবাই মোদের আত্মীয় ভ্রাতা ভগ্নী
স্বদেশ মোদের জননী জগদ্ধাত্রী॥
ঝঞ্ঝার সুরে ঝঙ্কারি' ওঠে চিত্ত,
বিষপান করি' অমৃত দানি নিত্য।
বক্ষে মোদের বাজে হৃদয়ের ছন্দ
দুর্যোগ আনে আশার নব আনন্দ
ধৈর্য্য ছড়ায় বিশ্বে প্রাণের গন্ধ
ঝাণ্ডা মোদের যুদ্ধে আলোক-দাত্রী॥

—সমরেন্দ্র দত্ত রায়

৯৩

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জিন্দাবাদ—
এই রবে আজ ভুলবো সবাই
ঘরের বিবাদ বিসম্বাদ।

স্বাধীন ভারত স্বপন যার
ভুলতে সে কি পারেরে আর
বহুকালের অধীনতার
নিত্য নবীন তিক্ত-স্বাদ ॥
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে
প্রাণ পেতে প্রাণ দেব লাখে
বুকের মাঝে সজীব রেখে
দিল্লী দখল করার সাধ ॥
জেগেছে আজ নূতন আশা
পেয়েছি আজ নূতন ভাষা
ঝড়ের মত সর্ব্বনাশা
এলোরে আজ সুসংবাদ ॥

—সমরেন্দ্র দত্ত রায়

৯৪

(মোরা) হিন্দ্-বীরের দল।
বাহুতে মোদের শক্তি অসীম
বুকে সাহস বল—
(মোরা) হিন্দ্-বীরের দল।
বইছে প্রাণে উজান ঢেউ
রুখ্তে তারে পারে না কেউ,
হস্তে মোদের লুটিয়ে যাবে
বাধা-বিপদের শির-
মোরা আজাদ-হিন্দ্-বীর।

ভুলবো মোরা ভেদাভেদ,
মান্‌বো মোরা কোরান-বেদ,
বাস্‌বো ভাল পরস্পরে
হিন্দু-মুসলমান
ভারত-সন্তান।
(মোরা) হিন্দ্‌-বীরের দল,
এক সাথে সব চল্‌,
ভাঙ্‌রে জগদ্দল
শুষ্‌ছে যাহা বাংলা মায়ের
বুকের সাহস বল—
এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌,
হিন্দ্‌-বীরের দল ॥

—অজ্ঞাত

৯৫

জয় হিন্দ্‌! জয় হিন্দ্‌! জয় হিন্দ্‌!
মোরা বীর বঙ্গের বীর তরুণ,
শক্তি-পূজার পূজারী ;
মুক্তি-আলো জ্বালাবো প্রাণে,
মোরা বিপ্লবী বীরাচারী।
(কোরাস্‌) বল জয়! হিন্দের জয়! মহাভারতের জয়!
জয় হিন্দ্‌!

শক্তিরূপিণী মা গো শক্তি আনো,
শত্রু-ললাটে তব বজ্র হানো ;
মোরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ঘর-তাড়ানো,
প্রতিহিংসায় উন্মুখ অত্যাচারী।

(কোরাস্) বল জয় ! হিন্দের জয় ! মহাভারতের জয় !
জয় হিন্দ্ !

(মোরা) অখণ্ড ভারতের গাহি জয়গান—
জয় জয় হিন্দুস্থান।
রুদ্র বিষাণে গাহি আগমনী,
এস অসুরদলনী অসুরারি।
(কোরাস্) বল জয় ! হিন্দের জয় ! মহাভারতের জয় !
জয় হিন্দ্ !

—সুরেন রায়

৯৬

আজ ২৬শে জানুয়ারী—
জাগো জাগো জাগো ভারতের নরনারী।
মুক্তিকামী বীরের উদয়
হয়েছে ভারতে, দিতে গো অভয়,
স্বাধীন ভারত হবে নিশ্চয়,
বিপ্লব-অনল প্রসারি।
স্বাধীন মন্ত্র তাঁর সাধনার অঙ্গ
সাধকরূপী ভগবান,
তিনি বিশ্বের বিস্ময়—বিজয়ী মহান্,
গাহ গো তাঁহারি জয়গান।
নেতাজীরে সবে জানাও প্রণাম
বল 'আমারি হিন্দুস্থান'
জয় হিন্দ্ বন্দে মাতরম্
বাজায়ে জয়ের ভেরী।

—গৌরীশঙ্কর লাহিড়ী

৯৭

প্রথম শহীদ তুমি ক্ষুদিরাম
তোমারে নমস্কার !
মাকে ভালবেসে নিলে তুমি হেসে
ফাঁসীর পুরস্কার !
বঙ্গগগনে তুমি এসেছিলে
মুক্তির ধ্রুবতারা,
আমরা চলিনু তোমারে হেরিয়া—
হই নাই পথহারা।
তব সে উজল প্রথম আলোকে
ঘুচিল অন্ধকার !
তুমি শার্দ্দুল ! তুমি দুরন্ত !
তুমি যে স্বাধীনচেতা !
অশিব-দৈত্যদানবে হানিতে
তুমি এসেছিলে হেথা !
লাঞ্ছিত এই বাংলার বুকে
যুগ যুগ তোমা যাচি,
দুঃশাসনেরে বন্দী করিতে
এস হে সব্যসাচী,
তোমারে স্মরিয়া লভেছি শক্তি,
ভেঙ্গেছি বন্ধদ্বার !

—নির্ম্মল রায়

৯৮

আজিও তোমারে ভুলিতে পারিনি
বীর প্রফুল্ল চাকী !

(তুমি) জীবনের পথে নব অভিযানে
গিয়েছ সবারে ডাকি !
তব পবিত্র সুকঠোর দেহ
স্পর্শিতে কভু পারে নাই কেহ ;
নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি
বন্ধন-লাজ ঢাকি'।
এক সাথে আজি লও হে প্রণাম
তুমি আর ক্ষুদিরাম,
ইতিহাস হ'ল ধন্য যে ভাই
লিখে তোমাদেরি নাম,
একা গেছ তবু শত প্রফুল্ল
বাংলায় গেছ রাখি !

—নির্ম্মল রায়

৯৯

জয়তু সুভাষচন্দ্র জয়তু, জয় !
শুভদিনে হ'লো তোমারি অভ্যুদয় !
দীপ্তবহ্নি তুমি যে ভস্মে ঢাকা,
রক্ততিলক ললাটে তোমার আঁকা—
বিদ্রোহী বীর তোমারে বারংবার
সন্ধ্যা-সকালে জানাই নমস্কার।

স্বদেশসেবায় নিজেরে করেছ দান,
পরাধীনতায় জ্বলেছে তোমার প্রাণ ;
কোনো অন্যায় সহ নাই কোনো কালে,
বাঁধিবারে কেহ পারে নাই কোনো জালে-

মুক্ত পুরুষ উন্নত তব শির,
প্রণমি তোমারে তুমি যে ভারত-বীর।

স্বাধীন-ভারত গড়িতে করেছ পণ,
অসীম শৌর্য্যে করিয়াছ মহা রণ,—
বিস্ময়ে তাই বিশ্ব চাহিয়া আছে
মহাবিস্ময় তুমি যে সবার কাছে,
মুকুটবিহীন ভারতের অধিপতি,
"জয় হিন্দ্" বলি' তোমারে জানাই নতি।

মুক্তি-সেনানী গড়িয়াছ কোন্ দূরে,
সহস্র তার বাঁধিয়াছ এক সুরে—
আজাদী সৈন্য হিন্দু-মুসলমান
এক সাথে তারা রক্ত করেছে দান,
তাহাদের হাতে পরালে মিলন-রাখী—
বন্দনা করি তোমারে হৃদয়ে রাখি।

দেশগৌরব বাঙলার তুমি ছেলে
তোমার তুলনা জগতে কোথায় মেলে?
স্বপ্ন তোমার সত্য হউক বীর
ভারত আবার তুলুক আনত শির—
স্বাধীন ভারতে আবার গাহিব জয়
নেতাজি, তোমার হউক অভ্যুদয়॥

-মনোজিৎ বসু

১০০

ভারতের বুকে নির্য্যাতনের হ'বে না কি কভু শেষ?
অত্যাচারীর শৃঙ্খলে বাঁধা র'বে চিরদিন দেশ?

ব্যথিত মানব—হৃত স্বাধীনতা—কাঁদে ভারতের বুকে,
সর্ব্বহারার হাহাকারে ভরা, অন্ন জোটে না মুখে।
দুর্গত এই স্বাধীনতা-হারা ভারত ছানিয়া কেবা
লভিলো তোমারে নেতাজী সুভাষ করিতে ভারত-সেবা ?
স্বাধীন ভারত! স্বাধীন ভারত! স্বপ্ন দেখেছে সবে—
বাস্তবরূপে স্বাধীন ভারত তুমিই দেখালে ভবে।
অপূর্ব্ব দান—তোমার জীবন—লক্ষ মহিমা ভরা,
তোমার শক্তি দেশপ্রেম আর সাহস—পাগল-করা
ভাঙিলো মুক্তি-কৃপাণ হস্তে অধীনতা-নাগপাশ!
"আজাদ হিন্দ্!"—এর চেয়ে বড়ো ফোটে না যে মুখে ভাষ।
তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত আজ চল্লিশ কোটি প্রাণ—
ভারতের সেই মহান্ মন্ত্র—স্বাধীনতা-সংগ্রাম!
প্রণমি তোমারে—নেতাজী সুভাষ,—ভারত-রাষ্ট্র-নেতা!
প্রাণের সুভাষ! তোমারে বরিতে আসন পেতেছি হেথা।
ঐ শোনো আজ চল্লিশ কোটি কহে শুধু এক কথা—
"কিছু নহে আর, হে বীর নেতাজী, শুধু চাই স্বাধীনতা!"

—ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

১০১

পূর্ব্বাচলের তীর হ'তে ঐ ভারত মায়ের ছেলে,—
ডাক দিয়েছিল স্বাধীনতা লাগি',—
'আয় ছুটে সব ফেলে'।
মুক্তির পথে গিয়েছিল চলে, ছেড়েছিল জননীরে—
আহ্বান তার আজি শোনা যায় ভারতের তীরে তীরে।
গড়েছে ফৌজ—আজাদ হিন্দ্—দূরে ঠেলে জাতিভেদ,
ধর্ম্মের বাধা দূর কোরে,—রেখে কোরানের পাশে বেদ।

বল বল সবে হুঙ্কার ছাড়ি'—"ভারতীয় শুধু মোরা
একই গগনে রয়েছি বিছানো আমরা যে নীল তারা।"
তারকারে কভু গণিতে পারো কি—বাঁধিতে পারো কি তারে?
আজাদ ফৌজ কি লুপ্ত হবে রে বিদেশীর অবিচারে?
অত্যাচারের মূর্ত্ত প্রতীক লালকেল্লার মাঝে—
জানো না কি ভাই বন্দীর মনে কার মুখখানি রাজে?
নেতাজী তাঁদের অমর আজিকে, রাখিতে তাঁহার মান
তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত সেনা দিবে না কি তার দাম?
ভারতের ছেলে ভারতের লাগি' বন্দী ভারতে আজি,
নাশিতে তাঁদের বিদেশীর দলে সাজিয়াছে সব কাজী।
ভারতের যুবা, আজিও আসিছে ঘুম তোমাদের চোখে?
ভাই-এর দল যে বন্দী আজিকে, ম্রিয়মাণ রবে শোকে?
ওঠো ভাই সব, প্রতিবাদ করো—বিদেশীর দেশ এ নয়।
জাতীয় পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া বলো, "জয় হিন্দ, জয়!"

—দুর্গাচরণ ঘোষ

১০২

দূরে বহুদূরে পাহাড়ের শেষে,
নীল অরণ্য আকাশেতে মেশে।
তারো পরে আছে সোনার দেশ,
সেই দেশে চলো সৈনিক-বেশ,—
অগ্রপথিক, এগিয়ে যাও।
ওই শোনো ডাকে ভারত-প্রাণ,
শোনো দিল্লীর আসে আহ্বান,
শোনো লাখো লাখো দেশবাসী ডাকে,
শত আত্মীয় প্রিয় নাম হাঁকে,—
আর দেরী নয়, অস্ত্র নাও।

সম্মুখে পথ—সুচির পথ,
সে পথে চালাও মুক্তি-রথ।
ভাঙো শত্রুর বাধা-প্রাচীর,
মৃত্যুর ভয় করে না বীর,—
বীর সৈনিক, এগিয়ে চলো।
দিল্লী নগরে পথের শেষ,
দিল্লীর ধূলি শয্যা শেষ,
"জয় হিন্দ," ধ্বনি উচ্চে তোলো,
হে বিজয়ী বীর, দিল্লী চলো,—
চলো চলো দিল্লী চলো।

—মণীন্দ্র দত্ত

১০৩

তোমরা কারা? তোমরা কারা?
সারা ভারতের ঘরে ঘরে আজ আনলে সাড়া,
তোমরা কারা?
নতুন আলোর স্বপন চোখে
ঘুমন্ত এই পাষাণ-লোকে
জ্বলন্ত প্রাণ অগ্নিশিখা,
জীবন্ত মন রক্তলিখা
তোমরা কারা মুক্তি-বীর
ভাঙো প্রাচীর।
জ্বালো আগুন, রক্ত ফোটাও বহ্নিতে,
বাজে বিষাণ তন্ত্রীতে,
আমার মনের তন্ত্রীতে
ধরলো ভাঙন কোন্ ভিতে?

ওঠে ভারত কোন্ ডাকে ?
জাগে ভারত কোন্ নামে ?
নগরে-নগরে গ্রামে-গ্রামে
এ কোন্ নতুন উন্মাদনা !
শেষ হ'লো হায় দিন গোণা ?
কল্পনারি জাল-বোনা ?
দিল্লী চলো—দিল্লী চলো বীর-সেনা,—
আজকে চল, আর তো জানি থাম্‌বে না—
মান্‌বে না,—
কোন বিপদ মান্‌বে না ;
জান্‌বে না,—
আর কোন ভুল টান্‌বে না।
পেয়েছ পথ, বিজয়-রথ চল্‌লো ওই—
দিল্লী কই ? দিল্লী কই ?

—দিলীপ দে চৌধুরী

১০৪

এলো ঐ এলো ঐ এলো আহ্বান,
এসো যোগী এসো ত্যাগী বীর সন্তান,
মহিমান্বিত হোক্ জাতীয় নিশান
জীবনের জয়ে করো আপনারে দান—
জয় জয় হিন্দুস্থান।
নিয়ত নিপীড়িত এসো নাগরিক,
চল্লিশ কোটি ব্রতী বীর সৈনিক,
জয়গানে মুখরিত করো দশ দিক—
নহে দূর নহে দূর মুক্তি-স্নান—
জয় জয় হিন্দুস্থান।

এসো হাতে হাত দাও কর্ম্মীর দল,
অমিল অমত এসো সব করি তল,
মোদের মাঝারে নাহি ধর্ম্মের ছল,
যাক্ প্রাণ, থাক্ তবু ভারতের মান—
জয় জয় হিন্দস্থান।
ভেঙ্গে ফেলো যত আছে অলস স্বপন,
মন্ত্রের বীজ করো হৃদয়ে বপন,
এক সাধনায় রবো প্রাচীন ও নবীন,
মজতুর, ছাত্র, ধনিক ও কৃষাণ—
জয় জয় হিন্দস্থান।

সমরেশ চৌধুরী

১০৫

আজাদ হিন্দ্! আজাদ হিন্দ্! ফিরেছে স্বাধীন সৈন্যদল।
হস্তে তাদের জাতীয় পতাকা, বক্ষে তাদের অমিত বল॥
কোথায় তোমরা, এসো ছুটে এসো, শ্রদ্ধা জানাও অন্তরের।
লক্ষ বীরের লক্ষ পরাণ জয়ের নেশায় মাতুক ফের॥
ভাবতে পারো কি এরা একদিন দুশো বছরের শিকল-বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলেছিলো এই মণিপুরে বজ্রহস্তে বজ্রনাদ?
দিল্লীর লাল কেল্লার ঘরে বিচারে কী হবে সৈন্যদের?
চল্লিশ কোটি সেগল, ধীলন, শাহ্‌নওয়াজ তৈরী ফের!

এত দিন পরে মুছাবো আমরা ভারত-মায়ের অশ্রুনীর।
ওই আগে চলে সমর-পোষাকে বর্মা-ফেরত ভারত-বীর!
এই ভারতেরে করবো স্বাধীন, এসো নিই এই মুক্তি-পণ।
ভারতের নেতা আজো আছে বেঁচে—এই কথা বলে সবার মন

লক্ষ কণ্ঠে এসো সবে বলি, "জয় হিন্দ্‌" আর "হিন্দ্‌ আজাদ"।
আমরা মরি নি, আজো বেঁচে আছি, "ইন্‌কিলাব্‌ জিন্দাবাদ"॥

—সুনীল ঘোষ

১০৬

স্বাধীনতা যাহাদের জন্মের অধিকার
মৃত্যুকে করে তারা তুচ্ছ,
স্বদেশের লাগি দেয় নিজেদের বলিদান
তাহাদের শির করি' উচ্চ।
ঐ শোনো ভারতের পূর্ব্বগগনে কার
বেজে ওঠে সংগ্রাম-তূর্য্য
দেরি নাই, দেরি নাই, সজ্জিত হও বীর,
দেখা দিবে স্বাধীনতা-সূর্য্য।
পণ কর যতদিন নাহি হয় আমাদের
স্বাধীনতা, স্বদেশের মুক্তি,
ততদিন কেহ মোরা ভুলিব না মোহজালে
শুনিব না ছলনার যুক্তি।
কোনদিন ভুলে কভু পরিব না অঙ্গে
বিদেশের বিলাসের সজ্জা,
পালঙ্ক নাহি থাক, কিবা ক্ষতি আসে যায়
ধরণীই হবে মোর শয্যা।
ভোজনের কালে যদি নাই জোটে ব্যঞ্জন
শুধু নুন দিয়ে মাখি অন্ন,
স্বাধীনতাকামী যারা ভোজনের বিলাসিতা
কভু নয় তাহাদের জন্য।

মনে রেখো পৃথিবীতে নাহি হেন বলবান
তরুণের গতি করে রুদ্ধ,—
দুর্ব্বার তেজে বীর জ্বলে ওঠো দিকে দিকে
স্বাধীনতা লাগি কর যুদ্ধ।
ভেঙে ফেল শৃঙ্খল, শাসনের নাগপাশ
কর সবে চিরতরে ছিন্ন,
স্বপ্নে কি জাগরণে ভাবিয়ো না বিপরীত
স্বদেশের স্বাধীনতা ভিন্ন!
বিদেশী বণিকরাজে ডেকে বল—'চলে যাও
ছেড়ে যাও ভারতের পণ্য,
হিন্দুস্থানে রবে হিন্দু-মুসলমান,
তোমাদের করিনাকো গণ্য।'
দলাদলি ভুলে আজ দলে দলে বল ভাই
'জয় হিন্দ্,' মন্ত্র সে পুণ্য,
জনগণমন-অধিনায়ক নেতাজীর
স্বপ্নকে ক'রে তোল পূর্ণ॥

—মনোজিৎ বসু

১০৭

সেদিন রাতে ঘুমের ঘোরে
হঠাৎ শুনি ডাক্‌লো কে—
"ঘুমোস্ কেন পল্লীদুলাল,
ওঠ্ না ওরে ডাক্ লোকে।
ভিক্ষা মাগে তোদের দোরে
দেখ্ না চেয়ে ও ভাই-বোন

সিরাজ কাঁদে, সিরাজ ডাকে,
শোন্ রে তোরা শোন্ রে শোন্" ।
অবাক চোখে দেখছি তখন
তাঁর সে মলিন ছিন্ন-বাস
নবাব সিরাজ, শহীদ্ সিরাজ,
বেদন মাঝে কী উচ্ছ্বাস !
চক্ষে তাঁহার অশ্রুধারা,
মুকুট তাঁহার নেই মাথে
ভাগ্যহারা বাদ্শা আজি—
অন্ন যাঁহার নেই সাথে ।

শুধাই আমি—"ঘুরছ কেন
এমন ক'রে নবাব গো !
অশান্তি আজ দিগ্বিদিকে,
তার কি দেবে জবাব গো ?"
সিরাজ তখন উঠলো ব'লে—
"সেই কথাটি বলতে আজ
আবার ফিরে দাঁড়ায় এসে
তোদের দোরে সেই সিরাজ ।
মরণ আজো হয়নি আমার
ছুটছি আজো বর্ষাতে
এমনি ক'রে বছর ধ'রে
ডাকছি কিসের ভরসাতে ?
শুনিস্ নাকো আমার সে ডাক,
থাকিস্ তোরা ঘুমন্ত
এমনি ক'রেই দিন চ'লে যায়
বর্ষা শরৎ বসন্ত !

রক্তে রাঙা লাল পলাশী
যে ভুল হ'লো সেইখানে
কী ভুল তাহা ভুল করে যে
মূল্য তাহার সেই জানে।

তাই ব'লে কি রইবি ঘুমে,
সইবি পরের যন্ত্রণা ?
আঘাত পেয়েও বুঝিস্ না কো
মীরজাফরের মন্ত্রণা ?
ওঠ্‌রে জেগে ওঠ্‌রে তোরা
হিন্দু-মুসলমান সবে
সম্মিলিত কণ্ঠে আবার
ভারত কাঁপা জয় রবে।
মিথ্যে তোরা মাতিস্ নাকো
দ্বন্দ্বে আবার পরস্পর
কিশোর তোরা তোদের পরেই
ভাগ্য দেশের সুনির্ভর।
মীরজাফর আর উমিচাঁদের
দলগুলো যে রয় বেঁচে
সরিয়ে তাদের মোহনলালের
মতই তোরা আয় নেচে।
সেই আশাতে তোদের দোরে
ভিক্ষা আমার সকল ক্ষণ
সব ভুলে যা—ভুলিস্ নাকো
স্বাধীন হবার অটুট পণ।
দেখব ব'লে রইনু বেঁচে
ভারত মায়ের সেই ছবি

মুক্ত-নভে উঠ্‌বে কখন
অস্তগত সেই রবি।”

ভাবছি এখন সেই সিরাজের
আকুল-করা সে ক্রন্দন
কর্ণে কি হায় পশবে সবার,
ঘুচবে কি আর সে বন্ধন!

—মনোজিৎ বসু

১০৮

জাপান বৃটেনে যুদ্ধ বাধিল দক্ষিণে সিঙ্গাপুরে
ঝাঁকে ঝাঁকে বীর ডালি দিল শির মরণ-লীলার সুরে।
জাপানীরা যত কৌশলী সেনা বনে ঝাড়ে তরুশাখে
গুপ্ত থাকিয়া হত্যা করিল শত্রুরে লাখে লাখে।
ধূ ধূ করে মাঠ কেহ কোথা নাই পথ গেছে ঘুরে ঘুরে
সহসা আকাশ ধ্বনিত হইত জাপানী অশ্বখুরে।
গুটি কত শুধু অশ্ব-আরোহী সবেগে আসিত ছুটি
বহু শত্রুরে ধ্বংস করিয়া রসদ লইত লুঠি।
গর্ব্বী কেশরী লাঞ্ছিত হয়ে প্রমাদ গণিল মনে
ছত্রভঙ্গ মিত্রসৈন্য পশ্চাৎ দিল রণে।
প্রভু ইংরাজ, মিত্র মোদের—নহে কিনা কাপুরুষ!
ভারত-সৈন্যে ফিরে দেখিবার হলো না তাদের হুঁস।
জিতেছে জাপান হটিছে বৃটেন যুদ্ধ আসিছে থামি
নরের রক্তে সিঁদুর ছড়ায়ে সূর্য্য যাইছে নামি।
সমুদ্র হ'তে বহিছে সমীর জুড়ায়ে তপ্ত প্রাণ
জাপানী সৈন্য ধ্বজা উড়াইয়া গাহিছে জয়ের গান।

ভারত-সৈন্য বুঝিয়াছে আজ পরাধীনতার জ্বালা।
ভারত স্বাধীন করিতে হইবে রক্তে রাঙায়ে ডালা।
হাজার হাজার ভারত-সৈন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সবে
'জয় হিন্দ' বলি ফাটালো আকাশ মহাউল্লাস-রবে।
নেতাজী সুভাষ গর্জি' উঠিল—"শোন ভারতীয় ভাই,
আমাদের মাঝে জাতির বিচার ধর্ম্ম-বিভেদ নাই।
স্বাধীন আমরা, দুর্ব্বার মোরা প্রবল শক্তিশালী,
ভারত-মায়ের স্বাধীনতা লাগি শির দিব মোরা ডালি।
আমাদের দেশে জন্ম লভেছে শিবাজী-মোহনলাল
পানিপথ-ভূমি রাজপুত-লোহে হইয়া গিয়াছে লাল।
ভারতের ছেলে প্রতাপসিংহ, গুরুগোবিন্দ বীর,
স্বাধীনতা তারা দেয় নাই কভু হেলায় দিয়াছে শির।
সেই ভারতের সন্তান মোরা দুর্ব্বল নহি কভু
লজ্জার কথা বিদেশী বণিক হয়েছে মোদের প্রভু।"
সুভাষচন্দ্র গঠন করিল স্বাধীন শাসননীতি
ভারতীয় সবে শিখিতে লাগিল নিপুণ যুদ্ধরীতি।
পরবাসে যত ভারতীয় ছিল আসিয়া মিলিল সাথে
শেষ সম্বল লইয়া তাহারা হাত মিলাইল হাতে।
বিশ্বের জানা নয়টি শক্তি সেদিন লইল মানি
"ভারতবাহিনী" স্বাধীন শক্তি, মুক্তির সন্ধানী।

তরুণ-তরুণী বালক-বালিকা আগুন জ্বালায়ে প্রাণে
যোগ দিল আসি 'আজাদ ফৌজে' স্বাধীনতা-আহ্বানে
'ঝাঁন্সির রাণী বিগ্রেড্' গঠিয়া লক্ষ্মী স্বামীনাথম্
দেখায়ে দিলেন ভারত-নারীর বজ্রকঠিন পণ।

সুযোগ বুঝিয়া একদিন প্রাতে নেতাজী ফুকারি কহে—
"ওই যে দেখিছ আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ে নদীটি বহে

উহার ওপারে জঙ্গলে ঢাকা কর্কশ ভূমি ছাড়ি
ভারতের পথ বিস্তৃত আছে—আলস্য ফেলো ঝাড়ি।
'জয় হিন্দ.' বলো দিল্লীতে চলো বক্ষ করিয়া স্ফীত
লাল কেল্লায় উড়াতে পতাকা ত্রিবর্ণরঞ্জিত।
দিল্লীর পথ মুক্তির পথ পবিত্র তার ধূলি
তাহার নিকটে অতীব তুচ্ছ শত্রুর গোলাগুলী।
শোন শোন ওই আটত্রিশ কোটি ভাই-বোন আজ ডাকে
পরাধীনতার পেষণে দেশ যে মরিছে—বাঁচাও তাকে।
ধরো তলোয়ার সাজাও সৈন্য সুকঠিন করো পণ
মরিবার কালে দিল্লীর পথ ক'রে যাবো চুম্বন।"

থামিল নেতাজী ; পাগলের মতো হিন্দের সেনাগণ
দুর্ব্বার বেগে আগায়ে চলিল অটল তাদের পণ।
যুদ্ধমন্ত্রী বীর শাহ্‌ নওয়াজ, ছুটেছে তাহার গুলী
মিত্রসেনার উষ্ণীষ খসি ভাঙিয়া পড়িছে খুলি।
শত্রু সে শত জানিল—কী ধার হিন্দের তরবারে!
হিন্দুস্থানী পাগল হয়েছে মুক্তির সমাচারে।
ইম্ফলে আসি আজাদ সৈন্য মুক্ত গগনতলে
জাতীয় পতাকা তুলিয়া ধরিল গীত গাহি দলে দলে।

সহসা তাদের ভাগ্য ঘুরিল কোন্ সে আঁধার রাতে
বন্দী হইল আজাদ সৈন্য বৃটিশ-সেনার হাতে।
বিচার তাদের চলিতেছে আজ লাল কেল্লার মাঝে,
ভারতের কোটি কোটি বুকে তাই বেদনা-চিন্তা রাজে।
স্বাধীন বাহিনী বিপ্লবী তারা মুক্তি কামনা যার
কোন্ অধিকারে ইংরাজ আজ বিচার করিছে তার?

জাগিয়া উঠেছে হিন্দুস্থানী দীপ্ত হয়েছে মন,
'শির' দিবে তারা দিবে নাকো 'সার' এই তাহাদের পণ।

দূরে হটে যাও বিদেশী বণিক্ ভারত তোমার নয়—
তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা মিলিতকণ্ঠে কয়।
জাগিয়াছে দেখ হিন্দ্-অধিবাসী ভুলেছে শান্তি নিদ্
চারিদিক জুড়ে ওঠে তাই ধ্বনি "জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্"।

—রমেশচন্দ্র দাস

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না—
আমি সেই দিন হব শান্ত!

—নজরুল ইস্‌লাম

বর্ণানুক্রমিক সূচী